তা'লীমে-এস্লাম

ও

নামাজ-শিক্ষা।

আওলিয়া কুল শ্রেষ্ঠ, এমামোল মিল্লাতে অদ্দীন, খায়রোল

…দ্দিয়ে জামা'ন, সুপ্রসিদ্ধ পীর জনাব হজরত মাওলানা শাহ সুফী

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী সাহেব

কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও প্রশংসিত।

জেলা যশোহর—পোঃ চুড়ামনকাটি, এনায়েতপুর নিবাসী

খাদেমোল এস্লাম।

আহমদ আলী প্রণীত।

(পরিবর্দ্ধিতাকারে)

দ্বিতীয় সংস্করণ

কলিকাতা—৫নং কলিন লেন, নজনূর প্রেসে

শেখ হবিবর রহমান কর্ত্তৃক মু[illegible] ও প্রকাশিত।

মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

—:০:—

প্রিয় ভ্রাতৃগণ! আশা ছিল এবারে বহিখানা নির্ভুল করিব অর্থাৎ কম্পোজ দোষ থাকিবে না। কিন্তু নিজের অনুপস্থিতার দরুণ তাহা ভাগ্যে ঘটিল না। প্রুফ সংশোধন দোষে কতকগুলি ভ্রম ইহাতে আছে যাহার মধ্যে একান্ত মারাত্মকগুলি ভ্রম সংশোধনে দেখান হইয়াছে। একান্ত অনুরোধ, পুস্তকখানি পাঠ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ভ্রম-সংশোধন দেখিয়া লইবেন।

আরজ গোজার—

আহমদ আলী এনায়েতপুরী।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

যাহারা ভালরূপে আরবী, উর্দ্দু অবগত নহেন, তাহাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় সহিহ্ মস্‌লা মাসায়েল শিক্ষা করা নিতান্ত অসুবিধাজনক থাকায়, একান্ত প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত সহিহ্ মস্‌লাপূর্ণ কেতাব "তা'লীমে এসলাম ও নামাজ শিক্ষা" প্রকাশ করিয়া সমাজের খেদমতে অর্পণ করিয়াছিলাম। খোদার ফজলে অত্যল্প সময়ের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ কেতাবগুলি নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায়—দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হইল। প্রথম সংস্করণে ব্যস্ততা হেতু কয়েক স্থলে প্রুফ সংশোধন দোষে ভ্রম রহিয়াগিয়াছিল, যাহা এবার সংশোধিত হইল। আরও কয়েকটী মস্‌লা এই দ্বিতীয় সংস্করণে সংযুক্ত করা হইল। যথা,— নাহেক, এস্তেহাজা, তোহরে মোতাখাল্লাল, জাকাত, হজ্জ ইত্যাদি।

আরবী ভাষা অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সুবিধার জন্য আরবী শব্দোচ্চারণগুলি বাংলাতে লিখিত হইল। কোন সহিহ উচ্চারণকারী ব্যক্তির নিকট হইতে আরবী উচ্চারণগুলি ঠিক করিয়া লওয়া প্রয়োজন, কেননা বাংলা ভাষার সাহায্যে আরবী উচ্চারণ সুচারুরূপে শিক্ষা করা অসম্ভব। পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা এই সংস্করণে পুস্তকের আকার যথেষ্ট বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও মাত্র এক আনা বৃদ্ধি করিয়া চারি আনা মূল্য করা হইল।

খোদাতায়ালার রহমতে এই কেতাব দ্বারা একটীও মোসলমান উপকৃত হইলে, শ্রম সার্থক মনে করিব।

এনায়েতপুর, পোঃ চুড়ামন কাটি,
যশোহর—১৩৩২।

আহ্‌কারোন্নাছ—
আহমদ আলী।

সূচীপত্র।

বিছমিল্লাহের-রহমানের-রাহিম।

নাহমাদোহু অ নোছাল্লিআলা রাছুলিহিল কারিম।

তা'লীমে এস্লাম

ও

নামাজ-শিক্ষা।

ঈমানের বিবরণ।

আল্লাহতায়ালা মনুষ্যদিগকে বিবেক বুদ্ধি ও সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়া পয়দা করিয়াছেন। মানুষ যাহাতে ইহ পরকালে সব দিক দিয়া উন্নতি ও মুক্তি লাভ করিতে পারে তজ্জন্য তিনি তাঁহার মনোনীত একমাত্র সত্য সনাতন এসলাম ধর্ম্ম-বিধান জগতে প্রেরণ করিয়া শরিয়ত-পথে চলিবার জন্য বার বার আদেশ করিয়াছেন। হাদিছ শরিফে আছে যে, সন্তানের জন্য পিতা মাতার পক্ষে কয়েকটি বিশেষ কর্ত্তব্য আছে যথা;—ভাল নাম রাখা, খাত্না দেওয়া (ত্বকচ্ছেদ করা), এসলামের নিয়ম কানুন, আদব ও এল্‌ম শিক্ষা দেওয়া ও উপযুক্ত সুপাত্র পাত্রী সহ তাহার বিবাহ দেওয়া। প্রত্যেক মানুষকে এসলামের নিয়মাবলী জ্ঞাত হওয়া এবং সেই মত কার্য্য করিয়া জগতে শান্তি ও পরকালে চির বেহেশত লাভ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা একান্ত ও অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। যে মানুষ খোদাতালার মনোনীত ধর্ম্ম এসলামের অনুযায়ী কার্য্যাদি না করে, দোজখে তাহার স্থান হইবে। কোরাণ হাদিছ, এজমা, কেয়াস এসলামের নিকট অবশ্য গ্রহণীয় দলীল।

এই চারি প্রকার দলীলের উপর এসলাম কায়েম আছে; এই দলীল চতুষ্টয়ের খেলাফ যাহা কিছু হইবে তাহা বাতিল।

খোদাতায়ালা যে সমস্ত অহি (প্রত্যাদেশ) হজরত জিবরাইল (আঃ) ফেরেশতা দ্বারা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) নিকট নাজেল করিয়াছেন, তাহাই কোরাণ শরিফ। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) যাহা করিয়াছেন ও বলিয়াছেন, তাহাই হাদিছ শরীফ। মোজতাহেদ এমামগণের একমতে যে মস্‌লা হইয়াছে, তাহাকে 'এজমা' বলে। কোরাণ হাদিছ ও 'এজমা' অনুসারে ফকিহ আলেমগণ যে মস্‌লা প্রকাশ করেন, তাহাকে কেয়াছ বলে।

মোসলমানগণকে সুন্নত জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত থাকা চাই; সুন্নত জামায়াতাবলম্বিদিগকে সুন্নী মোসলমান বলে। সুন্নী মোসলমানগণ চারিজন শ্রেষ্ঠ মোজতাহেদ এমামের মজহাব অবলম্বন করিয়া থাকেন যথা;—এমাম আবু হানিফা (রঃ), এমাম শাফিয়ী (রঃ), এমাম মালেক (রঃ), এমাম আহমদ বেনে হাম্বল (রঃ)। ইঁহারা আকায়েদের (মূল বিশ্বাসের) মস্‌লায় একমতাবলম্বী, মাত্র কতকগুলি ফরুয়াত মস্‌লায় শরিয়তের দলীল অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই চারি মজহাবের কোন এক মজহাব অবলম্বন করা আমাদের (মোসলমানের) পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। জগতে মোসলমানের মধ্যে হানাফি মজহাবাবলম্বিগণের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

এসলামের মূল বস্তু ঈমান (বিশ্বাস) অর্থাৎ অকাট্য প্রমাণে প্রমাণিত বিষয়গুলি মনে ও মুখে বিশ্বাস করাকেই ঈমান বলে। ইহার অভাবে মানুষ কাফের ও বে-ঈমান হইয়া যায়। যাহার ঈমান নাই তাহার কোন নেক কাজ খোদাতায়ালা কবুল করিবেন না।

এবং কাফেরগণ চিরকাল দোজখে শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে। ঈমান খাটি করিতে না পারিলে সব নেক কাজ বৃথা ও পণ্ড হইয়া যাইবে। যাহাতে ঈমান ঠিক থাকে এবং বিনষ্ট না হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্যাদি করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ঈমানের সাতটি বেনা (ভিত্তি) আছে, যথা ;—(১) আল্লাহ-তায়ালার উপর বিশ্বাস করা অর্থাৎ আল্লাহ অনাদি অনন্ত অংশী-হীন, অতুলনীয়, নিদ্রা ও তন্দ্রাহীন, অজর, অমর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-শক্তিমান, সমস্ত প্রশংসা তাঁহারই জন্য, তিনিই সমস্তকে পয়দা করিয়াছেন, তাঁহারই হুকুমে জন্ম মৃত্যু আদি হইয়া থাকে, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করিতে পারেন, তিনি মিথ্যাবাদী অত্যাচার ও অবিচারক নহেন, তিনি কখনও মন্দ কার্য্য করেন না, মন্দ কার্য্য তাঁহার নিকট নিতান্ত অপছন্দনীয়। খোদাতায়ালার সমস্ত আদেশ ও নিষেধ মান্য করিতেই হইবে।

(২) ফেরেশতাগণের উপর বিশ্বাস করা। ইহাদিগকে খোদা-তায়ালা পয়দা করিয়াছেন, ইহারা খোদাতায়ালার অংশ কিংবা সাহায্যকারী নহেন ; স্ত্রী পুরুষ ভেদ অথবা আহার নিদ্রার প্রয়োজন ইহাদের মধ্যে নাই ; খোদার হুকুম পালন করাই ফেরেশতাগণের একমাত্র কার্য্য।

(৩) কেতাব। খোদাতায়ালা মনুষ্যদিগকে হেদায়েতের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পয়গম্বরের নিকট বহু কেতাব নাজেল করিয়া-ছেন ; তৎসমুদয় সত্য ও খোদার কালাম (বাক্য)। সমস্ত কেতাবের মধ্যে কোরাণ শরিফ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গ কেতাব। খোদাতায়ালা ইহাতে যে সমস্ত ব্যবস্থা নাজেল করিয়াছেন তাহা অকাট্য সত্য ও নির্ভুল। কোরাণ শরিফ দ্বারা পূর্ব্ব কেতাব সমূহ মনছুখ (রহিত) হইয়াছে সুতরাং পূর্ব্ব কেতাব সমূহের ব্যবস্থা আর গৃহীত হইবে না, কেবল মাত্র কোরাণ শরিফ কেয়ামত পর্য্যন্ত

থাকিবে ও ইহার ব্যবস্থাই গৃহীত হইবে, অন্য কোন কেতাব আর নাজেল হইবে না। কোরাণ শরিফে যাহা কিছু আছে সমস্তই সত্য এবং অবশ্য মাননীয়।

(৪) পয়গম্বর। খোদাতায়ালা বিভিন্ন সময়ে মনুষ্যগণের মধ্য হইতে বহু পয়গম্বর (প্রেরিত পুরুষ) প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই খোদার হুকুমে এসলাম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সমস্ত পয়গম্বরই ছগিরা কবিরা গোনাহ হইতে পাক ছিলেন। সকল পয়গম্বর ও সৃষ্টির মধ্যে হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (দঃ) শ্রেষ্ঠ; ইনি মক্কা শরিফে হজরত আবদুল্লার ঔরসে ও হজরত বিবি আমেনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার নিকট খোদাতায়ালা ক্রমে ক্রমে ২৩ বৎসরে সমস্ত কোরাণ শরিফ নাজেল করিয়াছেন। হজরত মহম্মদ মোস্তফা (দঃ) ৬৩ বৎসর বয়সে মদিনা শরীফে এন্তেকাল করেন। তিনি আজীবন মানবের হিতার্থে এসলাম প্রচার ও ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, গার্হস্থনীতি প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। ইঁহার হুকুম মান্য করা ফরজ। তাঁহার পর আর কোন নবী বা পয়গম্বর প্রেরিত হইবে না; ইনিই শেষ নবী ও কোরাণ শরিফ শেষ কেতাব।

(৫।৬) ভাল মন্দ সুখ দুঃখ প্রভৃতি খোদাতায়ালা পয়দা করিয়াছেন। ভাল মন্দ করিবার ক্ষমতা মানুষকে দিয়া ভাল কাজ করিতে হুকুম ও মন্দ কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অতএব সকলকে ভাল কাজ করিতে ও সুখ দুঃখে সর্ব্বাবস্থায় খোদাতালার উপর সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

(৭) কেয়ামত। সকল সৃষ্টি একদিন লয়প্রাপ্ত হইবে এবং সকল প্রাণীকে মরিতেই হইবে। খোদাতায়ালা কেয়ামত দিবসে সকলকে পুনরুত্থিত করিয়া এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সমবেত করিবেন এবং মানুষ দুনইয়াতে যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ

রূপে হিসাব লইবেন, পরে তাহাদের কৃতকার্য্য অনুযায়ী গোনাহগার-দিগকে দোজখে ও নেককারদিগকে বেহেশতে স্থান দিবেন। কেয়ামতের দিবসে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) খোদার হুকুম পাইয়া গোনাহ-গারদিগের জন্য শাফায়াত (ছুপারেশ) করিবেন। উপরোক্ত সাতটী বেনার কোন একটিকে অবিশ্বাস করিলে কাফের হইতে হইবে।

ঈমানের বিষয়গুলি সত্য বলিয়া মনে অচল অটলভাবে বিশ্বাস ও মুখে অবিচলিত ভাবে স্বীকার করিতে হয়। যদি কেহ শুধু মুখে স্বীকার কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস না করে, তবে সে ব্যক্তি মোনাফেক এবং যে ব্যক্তি অন্তরে বিশ্বাস করে না এবং মুখেও স্বীকার পায় না, সে ব্যক্তি কাফের। যেহেতু ঈমান পূর্ণ করিবার জন্য মনে দৃঢ় বিশ্বাস ও মুখে স্বীকার করা একান্ত প্রয়োজন।

খোদাতায়ালার প্রেরিত কোরাণ শরিফের কোন একটী কথা এবং শরিয়তের অকাট্য প্রমাণে প্রমাণিত কোন মস্‌লাকে এনকার করিলে কিম্বা হজরত রসুলুল্লাকে সত্য ও শেষ নবী বলিয়া বিশ্বাস না করিলে কিম্বা খোদাতালার জাত ও ছেফাতে কাহাকেও অংশী স্থাপন করিলে (যেমন লক্ষ্মী অন্নদাতা, সরস্বতী বিদ্যাদাতা মানিকপীর গরুদাতা এবং পীর পূজা, দুর্গাপূজা প্রভৃতি) অর্থাৎ খোদা-তায়ালার ক্ষমতায় কাহাকেও অংশী করিলে মোশরেক কাফের হইতে হয়। কাফের মোশরেক বিনা তওবায় মরিয়া গেলে চির কাল দোজখে শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে।

কলেমার বিবরণ।

কলেমা অবগত হওয়া ও পাঠ করা মোসলমানের পক্ষে বিশেষ জরুরী। কলেমা তাইয়েব, যথা ;—"লা এলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদুর-রাছুলুল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহ ভিন্ন কেহই মা'বুদ (উপাস্য) নাই, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার রসুল (প্রেরিত পুরুষ)।

কালেমা শাহাদত, যথা ;—"আশহাদো-আল্‌লা-এলাহা-ইল্লাল্লাহো অ-আশ্‌হাদো আন্না মোহাম্মদান আবদুহু অরাছুলুহু।"

অর্থাৎ "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ভিন্ন কেহই মা'বুদ নাই এবং আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার বান্দা ও রসুল।" আরও কয়েকটী কলেমা আছে যাহার অর্থ ও মর্ম্ম একই প্রকার, একান্ত আবশ্যক নহে বলিয়া তৎসমুদয়ের পুনরুল্লেখ করা হইল না।

কলেমা রদ্দে কুফর যথা ;—"আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজো বেকা মিন্ আন্ ওশ্‌রেকা বেকা শাইয়াও অনু'মেনো বিহি অস্তাগ্‌ফেরোকা মা-আ'লামোবিহি অমা-লা আ'লামো-বিহি অ-আতুবো অ-আমান্‌তো অ-আকুলো লাএলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ।"

অর্থাৎ "হে খোদা আমি তোমার সহিত কাহারও অংশী স্থাপন করা হইতে তোমার নিকট রক্ষা প্রার্থনা করিতেছি এবং তোমার উপর ঈমান আনিতেছি এবং আমি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত অবস্থায় যত গোনাহ করিয়াছি, তৎসমুদয় হইতে তওবা করিতেছি এবং ঈমান আনিতেছি ও বলিতেছি, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কেহ মা'বুদ নাই হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার রসুল।"

এসলামের আদেশ ও নিষেধ।

এসলামের আদেশ ও নিষেধগুলি আট ভাগে বিভক্ত যথা ;—

(১) ফরজ। যাহা কাৎয়ী (অকাট্য) দলীল দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যথা ;—নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত ইত্যাদি। ফরজ কাজ করাই চাই, ইহা না করিলে গোনাহ কবিরা এবং এনকার করিলে কাফের হইতে হয়।

(২) ওয়াজেব। যাহা জন্নী (দ্বার্থবোধক) দলীল দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যথা,—বেতেরের এবং ঈ:দের নামাজ প্রভৃতি;

(৩) সুন্নত;—যাহা হজরত রসুলুল্লাহ সর্ব্বদা করিয়াছেন তাহাকে "সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্" বলে, যথা;—ফজরের সুন্নত ইত্যাদি।

(৪) মোস্তাহাব;—যাহা হজরত রসুলুল্লাহ কখনও করিয়াছেন ও কখনও ছাড়িয়াছেন। উহাকে সুন্নতে গায়ের মোয়াক্কাদাহ্ বলা হইয়া থাকে।

(৫) মোবাহ;—যাহা করিলে নেকী কিংবা গোনাহ নাই; যথা;—হালাল দ্রব্যাদির মধ্যে ভাল খাওয়া ভাল পরা ইত্যাদি।

(৬) হারাম;—যাহা দলীল কাৎয়ী দ্বারা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হইয়াছে; তাহাকে হারাম বলে; যথা;—সুদ, ঘুষ, চুরি, জেনা ইত্যাদি, এইরূপ হারামকে হালাল জানিলে কাফের হইবে।

(৭) মকরুহ;—যাহা দলীল জন্নী দ্বারা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হইয়াছে তাহাকে মকরুহ তহরিমি বলে, ইহা হারামের নিকটবর্ত্তী। যাহা করা অপেক্ষা না করাই ভাল তাহাকে মকরুহ তনজিহি বলে, ইহা হালালের নিকটবর্ত্তী।

(৮) মোফছেদ; যে কাজ করিলে শরিয়তের কোন আদেশ ও নিষেধ নষ্ট হইয়া যায়, তাহাকে মোফছেদ বলে।

অকাট্য প্রমাণে প্রমাণিত হালাল যেমন গরুর গোশ্‌ত খাওয়া প্রভৃতিকে হারাম কিংবা হারামকে যেমন সুদ খাওয়া প্রভৃতিকে হালাল জানিলে কাফের হইতে হয়।

প্রত্যেক স্ত্রী কিংবা পুরুষ বালেগ (বয়ঃপ্রাপ্ত) হইবা মাত্রই তাহার উপর এস্‌লামের নিয়ম অনুসারে কার্য্যাদি করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে বরং ইহার পূর্ব্ব হইতেই বালক বালিকাদিগকে শরিয়ত মত চালিত ও নামাজ পাঠ করিবার জন্য বিশেষ রূপে

আদেশ করা পিতা মাতা এবং অভিভাবকের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য।

খোদাতায়ালা কোরাণ শরিফে নামাজ পাঠ করিবার জন্য বারংবার কঠোর আদেশ করিয়া বলিয়াছেন যে,—"(মোসলমানগণ," তোমরা তোমাদের নামাজ সমুহ (পাঁচ ওয়াক্ত ও জো'মা প্রভৃতি) রীতিমত ভাবে সুসম্পন্ন কর।"

হাদিছ শরিফে আছে, হজরত নবি করিম (দঃ) বলিয়াছেন ;—নামাজ দীন এস্‌লামের স্তম্ভ স্বরূপ. যে ব্যক্তি ইহা কায়েম করিয়াছে, সে দীন এস্‌লাম রক্ষা করিয়াছে, এবং যে ব্যক্তি ইহা পরিত্যাগ করিয়াছে, সে দীন এস্‌লাম বিনষ্ট করিল !"—আরও আছে ;—"যে ব্যক্তি রীতিমত ভাবে নামাজ আদায় করিয়াছে, সে ব্যক্তি কেয়ামত দিবসে উজ্জ্বল শান্তিপ্রদ আলোক ও বেহেশ্‌ত-বাসী হইবার প্রমাণ সমুহ এবং নাজাত প্রাপ্ত হইবে, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি উহা আদায় করিবে না, সে ব্যক্তি ঐ সমস্ত কিছুই পাইবে না অধিকন্তু ফেরাউন, কারুন, হামান এবং ওবাই এবনে খালাফের সহিত শাস্তি ভোগ করিবে।" এবম্বিধ বহু দলীল প্রমাণ দ্বারা নামাজ মোসলমানের পক্ষে একান্ত করণীয় ও অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত রহিয়াছে।

পাক নাপাকের বিবরণ।

নামাজ পাঠ করিবার জন্য পাক হওয়া অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। নাপাকি অবস্থায় নামাজ জায়েজ (সিদ্ধ) নহে বরং নাপাকি অবস্থায় নামাজ জায়েজ হওয়া বিশ্বাস করিলে কাফের হইতে হয়। পাক হওয়া দুই প্রকারের যথা ;—"তাহারাতে কোব্‌রা" ও "তাহারাতে সোগ্‌রা"। "তাহারাতে কোব্‌রা" যথা,—নাপাকি হইতে পাক

হইবার জন্য গোসল করা। কয়েকটী কারণে গোসল ফরজ হইয়া থাকে, যথা,—কামভাবে বীর্য্যপাত হইলে, স্বপ্নদোষ হইলে, স্ত্রীলোকের হায়েজ ও নেফাছ বন্ধ হইলে, পুরুষের লিঙ্গাগ্রভাগ (হাশ্‌ফা) স্ত্রীর যোনি মধ্যে প্রবেশ করিলে [বীর্য্যপাত হউক কিম্বা না হউক,] উভয়ের প্রতি গোসল ফরজ হইবে এবং সমস্ত শরীরে নাপাক বস্তু লাগিয়া থাকিলে। উপরোক্ত কারণ সমূহের কোন একটী হইলে তাহার প্রতি গোসল ফরজ হইবে।

হায়েজ ও নেফাছের বিবরণ।

বয়ঃপ্রাপ্তা (বালেগা) স্ত্রীলোকের জরায়ু হইতে প্রতি মাসে যে রক্তস্রাব হয়, তাহাকে "হায়েজ" (ঋতু) বলে, ইহা তিন দিবা রাত্রের কম এবং দশ দিবা রাত্রের অধিক হইবে না। দুই হায়েজের মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে ১৫ দিন সময় পাক থাকা চাই। নয় বৎসরের কম ও ৫৫ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্কা স্ত্রীলোকের হায়েজ হয় না, যদি উক্ত সময়ের কম বা বেশী সময় কাহারও রক্তস্রাব হয়, তবে তাহাকে "এস্তেহাজা" [রোগবিশেষ] বলে।

সন্তান প্রসব হওয়ার পর স্ত্রীলোকের যে রক্তস্রাব হয়, তাহাকে "নেফাছ" বলে। ইহার কম সময় নির্দ্ধারিত নাই. উর্দ্ধ সংখ্যা চল্লিশ দিনের বেশী নহে। উক্ত সময়ের অপেক্ষা বেশী সময় রক্তস্রাব হইলে তাহাকেও "এস্তেহাজা" বলে। হায়েজ কিম্বা নেফাছ অবস্থায় স্ত্রীলোকদিগকে নামাজ পড়িতে, রোজা রাখিতে, কোরাণ শরিফ স্পর্শ কিম্বা তেলাওত করিতে, কা'বা ঘরের "তওয়াফ" করিতে, মছজেদে প্রবেশ করিতে এবং সঙ্গম করিতে ঘোর নিষেধাজ্ঞা আছে। উক্ত সময়ে যে নামাজগুলি পরিত্যক্ত হইবে, তাহা আর

পড়িতে হইবে না। কিন্তু পরিত্যক্ত রোজা গুলির কাজা আদায় করিতেই হইবে। এস্তেহাজার সময়ে এই সমস্ত নিষেধ নাই এবং সে সময়ের নামাজগুলিও মাফ নহে।

যদি হায়েজের উর্দ্ধ সময় অর্থাৎ দশ দিনের মধ্যে দুইবার রক্ত স্রাব হয়, তবে উহাদের মধ্যবর্ত্তী পাক সময়টুকুকে "তোহরে মোতাখাল্লাল" বলে এবং তাহাকেও হায়েজের মধ্যে ধরিতে হইবে। যেমন একটি স্ত্রীলোকের প্রতি মাসে পাচ দিন করিয়া হায়েজ হইবার অভ্যাস ছিল কিন্তু এক মাসে দুই দিবস রক্তস্রাব হওয়ার পর তাহা বন্ধ হইয়া গেল এবং মধ্যে এক বা দুই দিবস ভাল থাকিয়া পুনরায় চতুর্থ অথবা পঞ্চম দিবসে রক্তাস্রাব আরম্ভ হইল, এক্ষেত্রে মধ্য-বর্ত্তী এক বা দুই দিবস যাহা ভাল অবস্থায় কাটিয়াছে উহাকে "তোহরে মোতাখাল্লাল" বলে। এইরূপে স্ত্রীলোকের অভ্যাসানুযায়ী রক্তস্রাব সময়ের মধ্যে যদি এক বা ততোধিক দিবস্ কাল রক্ত-স্রাব বন্ধ থাকে তবে তাহাকেও "তোহরে মোতাখাল্লাল" বলে।

যদি কোন স্ত্রীলোকের তাহার অভ্যাসানুযায়ী সময়াপেক্ষা বেশী সময় পর্য্যন্ত রক্তস্রাব হইতে থাকে এবং তাহা দশ দিবস, বা তাহার কম সময়ে বন্ধ হইয়া যায়, তবে এই বেশী সময়কে হায়েজ বলিয়া ধরিতে হইবে কিন্তু যদি ঐ রক্তস্রাব দশ দিনের অধিক কাল স্থায়ী থাকে তবে তাহাকে 'এস্তেহাজা' বুঝিতে হইবে।

যেমন কোন স্ত্রীলোকের পাঁচ দিবস ধরিয়া প্রতি মাসে হায়েজ স্থায়ী থাকিত কিন্তু কোন মাসে উক্ত নিয়ম ভঙ্গ হইয়া নয় দিবস পর্য্যন্ত রক্তস্রাব হইল এমতাবস্থায় উক্ত অতিরিক্ত চারি দিবসকেও হায়েজের মধ্যে ধরিতে হইবে।

আর যদি উক্ত স্ত্রীলোকটীর অভ্যাস কাল পাচ দিনের অধিক পর্য্যন্ত রক্তস্রাব হইতে থাকিয়া দশ দিনের বেশী যেমন এগার, বার বা ততোধিক দিবস পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকে তবে উক্ত অভ্যস্থ পাঁচ

দিন বাদে ছয় বা সাত বা ততোধিক দিবস যাহা অধিক কাল হইবে তাহাকে "এস্তেহাজা" বলিয়া ধরিতে হইবে।

হায়েজের সময়ে যে যে কার্য্য করা নিষিদ্ধ, "তোহরে মোতাখাল্লাল" সময়েও ঠিক সেই সেই কার্য্য করা নিষেধ। কিন্তু এস্তেহাজার সময়ে নামাজ, রোজা প্রভৃতি রীতিমত আদায় করিতে হইবে। 'হায়েজ ও তোহরে মোতাখাল্লাল' সময়ের যে যে কার্য্য নিষিদ্ধ ছিল, এস্তেহাজা সময়ে তাহা নিষিদ্ধ নহে।

গোসলের বিবরণ।

গোসলের ফরজ তিনটী,—(১) কুল্লি করা, ইহা গরগরা সহ করা সুন্নত, কিন্তু যদি রোজাদার হয়, তবে গরগরা করিবে না, শুধু কুল্লি করিবে। (২) নাকে পানি দেওয়া, (নাকের মধ্যে পানি সহ অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া দিয়া ধুইয়া ফেলা)। (৩) সমস্ত শরীর অন্ততঃ পক্ষে একবার ভালরূপে ধৌত করা।

যদি শরীরে এমন কোন বস্তু অথবা গহনা লাগিয়া থাকে যে, পানি তাহার নিম্নভাগে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না, তবে সেই বস্তু অথবা গহনার নিম্নস্থ শরীরে যাহাতে পানি পৌছিতে পারে, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। স্ত্রীলোকের মাথার বেণীর মূল-দেশে পানি পৌঁছান ফরজ। যদি তথায় পানি পৌঁছিয়া যায়, তবে বেণী খুলিয়া ধৌত করা জরুরী নহে নতুবা বেণী খুলিয়া ধুইতে হইবে, কিন্তু যদি মাথার কেশ খোলা থাকে, তবে সমস্ত চুল ধুইয়া ফেলা ফরজ।

গোসল করিবার প্রয়োজনীয় নিয়ম যথা,—পেসাব পায়খানার প্রয়োজন হইলে তাহা করিবে এবং পশ্চিমাভিমুখে অর্থাৎ কেবলা-মুখীন হইয়া অথবা সেই দিকে পিঠ দিয়া গোসল করিবে না। যথাসম্ভব নির্জ্জন স্থানে গোসল করিবে। প্রথমে বিসমিল্লাহ পড়িয়া মনে এবং মুখে নিয়ত করিবে যে, "নওয়য়তোল্ গোছ্‌লা লে-রাফ্‌য়েল জানাবাতে" নাপাকি দূর করিবার জন্য গোসলের নিয়ত করিলাম। তৎপরে দুই হাতের কব্জা পর্য্যন্ত তিনবার উত্তমরূপে ধৌত করিবে। শরীরের কোন স্থানে ময়লা ও নাপাক লাগিয়া থাকিলে, তাহা ধৌত করিবে। ছতর (অপ্রকাশ্য স্থান) ধুইবে ও রীতিমত ভাবে একবার ওজু করিবে। যদি গোসলের পানি পায়ের নিম্নে জমিয়া থাকে, তবে তখন পা না ধুইয়া গোছল অন্তে অন্যত্র যাইয়া পা ধুইবে, আর যদি তথায় পানি না জমে তবে তখনই পদদ্বয় ধুইয়া লইবে। তৎপরে কমপক্ষে তিনবার সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছাইয়া গাত্র মর্দ্দন করিবে। শরীরে বিন্দু পরিমাণ স্থান শুষ্ক থাকিলে গোসল জায়েজ হইবে না! গোসল অন্তে একখণ্ড কাপড় দ্বারা গাত্র মুছিয়া ফেলা উত্তম।

নাজাছত।

নাজাছত—'নাজাছত' অর্থাৎ নাপাক দুই প্রকারের, যথা—নাজাছতে গলিজা ও নাজাছতে খফিফা। গাঢ় নাপাকগুলিকে নাজাছতে গলিজা বলে, যথা, মানুষের মলমুত্র হায়েজ নেফাছের রক্ত ইত্যাদি। লঘু নাপাকগুলিকে নাজাছতে খফিফা বলে, যথা,—বাজ চিল প্রভৃতির মল ইত্যাদি। নাজাছতে গলিজা, হাতের তালু চিত করিয়া তাহাতে পানি দিলে যতটুকু পরিমিত স্থানে পানি থাকে তাহা (দেরম্ শরয়ী) অপেক্ষা কম কাপড়ে কিম্বা শরীরে লাগিলে নামাজ জায়েজ হইতে পারে, কিন্তু সাধ্য থাকিলে তাহা ধুইয়া ফেলা

ওয়াজেব। নাজাছতে খফিফা কাপড় বা কোন শরীরের এক চতুর্থাংশের কম লাগিলে তাহার সম্বন্ধেও ঐরূপ ব্যবস্থা।

যদি কাপড়ে নাপাক বস্তু লাগিয়া যায়, তবে তাহা উত্তম রূপে ধুইয়া ভালরূপে নিংড়াইয়া ফেলিবে, এইরূপে তিনবার ধুইয়া ও নিংড়াইয়া লইলে পাক হইবে। আর যে সমস্ত দ্রব্য নিংড়াইতে পারা যায় না, যথা ;—মাদুর, শপ ইত্যাদি। ইহা নাপাক হইলে, পানিতে ভালরূপে ধুইয়া এমন ভাবে রাখিবে, যাহাতে সমস্ত পানি টপকাইয়া পড়িতে পারে, তৎপরে আবার ধুইবে, এইরূপ তিনবার করিলে পাক হইবে।

পানির বিবরণ।

গর্ত্ত যদি দশহাত দীর্ঘ ও দশহাত প্রস্থ (দহ্ দর্ দহ্) এবং দুই হাতের অঞ্জলি দিয়া পানি তুলিলে নীচেকার মাটি দেখা না যায়, এবং তাহাতে যদি নাপাক বস্তু পতিত হয় তবুও তাহার পানি পাক। শিশির, মেঘ, নদী ঝরণা বরফ প্রভৃতির পানি পাক। পানির গুণ তিনটী, রং, গন্ধ, আস্বাদ। 'দহ্দর দহ্' কিম্বা তদপেক্ষা বৃহৎ গর্ত্তের (আবদ্ধ) পানিতে কোন নাপাক বস্তু মিশিয়া এই তিন গুণের কোন একটী গুণ নষ্ট করিলে সেই স্থানের সেই পানি নাপাক হইয়া যায় এবং তদ্দ্বারা ওজু গোছল জায়েজ নহে।

যে সকল জন্তুর গোশত খাওয়া হারাম, তাহাদের উচ্ছিষ্ট নাপাক। যাহাদের গোশত হালাল, যদি তাহাদের মুখে কোন নাপাক লাগিয়া না থাকে, তবে তাহাদের উচ্ছিষ্ট পাক। বিড়াল, কুক্কুট যাহারা চরিয়া বেড়ায় এবং ইন্দুর প্রভৃতির উচ্ছিষ্ট মকরুহ। গর্দ্দভ ও খচ্চরের উচ্ছিষ্ট "মশকুক" (সন্দেহযুক্ত)। ভাল পানির অভাবে মকরুহ

পানি দ্বারা ওজু গোছল জায়েজ হয়; "মশকুক" পানি দ্বারা ওজু অথবা গোছল করিয়া পরে 'তায়াম্মোম করিতে হয়, নতুবা ওজু গোছল জায়েজ হইবে না। যাহার উচ্ছিষ্ট যেরূপ তাহার ধর্ম্মও তদ্রূপ।

ওজুব বিবরণ।

তাহারাতে ছোগ্‌রা—ওজু। ওজুর চারিটী ফরজ, যথা—(১) সমস্ত মুখ মণ্ডল ধৌত করা অর্থাৎ কপালের উপর ভাগে কেশের উৎপত্তি স্থল হইতে থুতনীর নিম্নভাগ এবং এক কর্ণের গোড়া হইতে অপর কর্ণের গোড়া পর্য্যন্ত ভালরূপে ধুইয়া ফেলা যাহাতে বিন্দু পরিমাণ স্থানও শুষ্ক না থাকে এবং পানি বিন্দু ওজুর স্থান হইতে গড়াইয়া পড়ে। যে দাড়ী ওজুর স্থানের সীমার মধ্যে পড়ে এবং উহা যদি খুব ঘন হয়, তবে তাহা ধুইয়া লওয়া ফরজ, আর যদি এরূপ হয় যে, উহার নিম্নের চর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়, তবে সেই চর্ম্ম ধৌত করা ফরজ।

(২) অঙ্গুলীর অগ্রভাগ হইতে কনুই সমেত দুই হস্ত ভালরূপে ধৌত করা।

(৩) পায়ের গিরা অর্থাৎ গাইটের উপরিভাগ হইতে নিম্নের সমস্তটুকু উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলা।

(৪) মস্তকের এক চতুর্থাংশ মছাহ করা অর্থাৎ ভিজা হাত উপরে টানিয়া লওয়া।

নিম্নোক্ত বিষয়গুলি ওজুর মধ্যে সুন্নত; যথা ;—অন্তরে ওজুর নিয়ত করা, 'বিছ্‌মিল্লাহ' বলিয়া ওজু আরম্ভ করা, প্রথমেই দুই হস্তের কব্জা পর্য্যন্ত তিনবার ধৌত করা, মেস্‌ওয়াক করা (অভাবে অঙ্গুলী দ্বারা দন্ত পরিষ্কার করিতে হয়) তিনবার কুল্লি করা, তিনবার নাকে পানি দেওয়া, তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করার পর অঙ্গুলী দ্বারা

দাড়ী খেলাল করা, ওজুর প্রত্যেক শরীর তিন তিনবার ধৌত করা নূতন পানি একবার হাতে লইয়া সমস্ত মস্তক মছাহ করা ও সেই পানি দ্বারা দুই কর্ণ একবার মছাহ করা, ওজুর তরতিবের (পর পরের নিয়ম) দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ওজু করা, এক অঙ্গ শুকাইতে না শুকাইতে অন্য অঙ্গ ধৌত করা। ওজুর মধ্যে অনেকগুলি মোস্তাহাব আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি এস্থলে লিপিবদ্ধ করা গেল, যথা;— ডান দিক হইতে ওজু আরম্ভ করা, গর্দ্দান মছাহ করা, কেবলামুখীন বসিয়া ওজু করা, প্রত্যেক অঙ্গ ধুইবার সময় কলেমা 'শাহাদত' অথবা নির্দ্ধারিত দোয়া পাঠ করা ইত্যাদি মোস্তাহাব কার্য্য।

ওজু করিবার সময় পানি সজোরে ছিটাইয়া দেওয়া, তিন বারের কম বেশী ওজু স্থল ধৌত করা; ওজুর জন্য নির্দ্ধারিত সুন্নতের কোন একটী পরিত্যাগ করা, প্রভৃতি কারণে ওজু মকরুহ হয়।

ওজু করিবার নিয়ম যে, প্রথমে ওজুর নিয়ত করিয়া ও বিছ্-মিল্লাহ্ বলিয়া কেবলা মুখীন বসিবে, পরে পানি দ্বারা দুই হাতের কব্জা পর্য্যন্ত তিনবার ধৌত করিবে, তিনবার মুখ ভরিয়া পানি লইয়া কুল্লি করিবার পর তিনবার নাকে পানি দিয়া নাসিকা রন্ধ্র ধৌত করিবে, পরে তিনবার সমস্ত মুখমণ্ডল রীতিমত ধৌত করিবে এবং হস্তাঙ্গুলী দ্বারা দাড়ী খেলাল করিবে। তৎপরে তিনবার কনুই সমেত দুই হস্ত উত্তমরূপে ধুইয়া হাতের অঙ্গুলী সমূহ পরস্পর খেলাল করিবে, তৎপরে দুই হাত দ্বারা সমস্ত মস্তক একবার মছাহ করিয়া সেই হাতে দুই কর্ণ ও গর্দ্দান মছাহ করিবে, পরে দুই পা গোড়ালির উপরিস্থিত গিরা সমেত ভালরূপে ধুইয়া পায়ের অঙ্গুলী সমূহ হস্তাঙ্গুলী দ্বারা খেলাল করিবে। ওজুর প্রত্যেক অঙ্গ ধুইবার সময় নূতন পানি লইয়া ডাহিন দিক হইতে আরম্ভ করিবে এবং ওজুর অঙ্গ সমূহ প্রভৃতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যাহাতে ওজু স্থান উত্তমরূপে পানি প্রবেশ করিতে পারে; তাহার চেষ্টা করিতেই হইবে।

নিম্নোক্ত কারণে ওজু নষ্ট হয়, যথা ;—

(১) মল, মূত্র দ্বার দিয়া যাহা কিছু নির্গত হউক না কেন, তাহাতে ওজু নষ্ট হইবে।

(২) শরীর হইতে রক্ত অথবা পূঁজ বাহির হইয়া গড়াইয়া পড়িলে।

(৩) ভুক্ত বস্তু, পিত্ত অথবা জমাট রক্ত মুখ ভরিয়া বমি হইলে, কিম্বা থুথু অপেক্ষা বেশী রক্ত থুথুর সহিত বাহির হইলে।

(৪) শুইয়া অথবা ঠেস দিয়া নিদ্রা গেলে। এমনভাবে ঠেস দিয়া নিদ্রা গেলে ওজু নষ্ট হইবে যে, উক্ত বস্তু টানিয়া লইলে সে ব্যক্তি পড়িয়া যায়।

(৫) নেশার বস্তু খাইয়া মাতাল অথবা রোগ-গ্রস্ত হইয়া অচৈতন্য হইলে।

(৬) রুকু ছেজদা বিশিষ্ট নামাজের মধ্যে উচ্চ হাস্য করিলে ইত্যাদি।

তায়াম্মোমের বিবরণ।

কোন সঙ্গত কারণে পানি ব্যবহার করিতে অসমর্থ হইলে, অথবা সেই অক্ত থাকা পর্য্যন্ত পানির সন্ধান করিয়াও পানি না পাওয়া গেলে, ওজু গোসলের পরিবর্ত্তে "তায়াম্মোম" করিয়া নামাজ পড়িতে হইবে। যদি জানা যায় যে, অমুক স্থানে পানি আছে, কিন্তু অক্তের সঙ্কীর্ণতা হেতু তথায় উপস্থিত না হওয়া যায়, তবে "তায়াম্মোম" করিয়া নামাজ পড়িবে, পরে পানিদ্বারা ওজু করিয়া নামাজ দোহরাইয়া লইবে, ইহাই প্রকৃষ্ট মত। প্রস্তর মৃত্তিকা অথবা মৃত্তিকা-জাত বস্তুর উপর 'তায়াম্মোম' করিতে হয়।

'তায়াম্মোমের' নিয়ম যথা ;—

প্রথমে অন্তরে নিয়ত করিবে মুখেও বলিবে যে, আমি নাপাকি হইতে পাক হইয়া এবাদত করিবার জন্য তায়াম্মোম করিতেছি। তৎপরে দুই হস্তের তালু উল্লিখিত বস্তুর উপর মারিয়া একটু অগ্র পশ্চাৎ ঘর্ষণ করিবে, পরে হাত দুইটী একটু ঝাড়িয়া ফেলিবে এবং সমস্ত মুখমণ্ডল (অজুর স্থান) এক বার ভালরূপে মছাহ করিবে, যেন কোন স্থানে হাত পৌঁছিতে বাকী না থাকে। তৎপরে আর একবার উহাতে ঐরূপ ভাবে হাত মারিয়া ও ঝাড়িয়া বাম হাতের কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা অঙ্গুলিত্রয় একত্রিত করিয়া এবং হস্ত তালুর কিছু অংশ দিয়া ডাহিন হস্তের পিঠের দিকে অঙ্গুলীর মস্তক হইতে কনুই সমেত মছাহ করিবে এবং বাম হাতের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধা অঙ্গুলিদ্বয় এবং অবশিষ্ট তালুর দ্বারা ডাহিন হস্তের পেটের দিক মছাহ করিবে, তৎপরে ডাহিন হস্ত দ্বারা উপরোক্ত নিয়মে বাম হস্ত মছাহ করিবে। হাত মাটিতে মারিবার সময় যদি অঙ্গুলীর ফাঁকের মধ্যে ধূলা লাগিয়া না থাকে, তবে আর একবার মাটিতে হাত মারিয়া দুই হাতের অঙ্গুলী সমূহ পরস্পরে খেলাল করিবে। যে যে কারণে ওজু নষ্ট হয়, সেই সেই কারণে "তায়াম্মোম" নষ্ট হয়। অধিকন্তু পানি প্রাপ্ত এবং ব্যবহারে সক্ষম হইলেও তায়াম্মোম নষ্ট হয়।

নামাজের বিবরণ।

এসলামের দলীল অনুসারে প্রত্যহ পাঁচ বার নির্দ্দিষ্ট পাঁচ অয়াক্তে (সময়ে) নামাজ পড়া ফরজ যথা ;—ফজর, জোহর, আছর, মগরেব ও এশা। শুক্রবারে জোহরের পরিবর্ত্তে 'জোমা' পড়িতে হয়।

ওয়াক্তগুলি যথা ;—

ফজর,—রাত্রি শেষে পূর্ব্বাকাশে একটী বিস্তৃত সাদা আলোক দৃষ্ট হয় ঐ সময়কে "সোবেহ সাদেক" বলে। "সোবেহ-সাদেক" হইতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ফজরের ওয়াক্ত থাকে, কিন্তু চারি দিকের অন্ধকার বিদূরিত হইলে ফজরের নামাজ পড়া উত্তম।

জোহর ;—সূর্য্য মধ্য গগণ ছাড়িয়া পশ্চিম দিকে একটু ঢলিয়া পড়ার পর হইতে আছরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জোহরের নামাজের ওয়াক্ত।

শীতকালে সূর্য্য ঢলিবার পরই এবং গ্রীষ্মকালে একটু বিলম্বে জোহরের নামাজ পাঠ করা উত্তম।

জোমা নামাজের ওয়াক্ত জোহরের অনুরূপ।

অছর ;—প্রত্যেক বস্তুর 'ছায়া-আছলী' ছাড়া তাহার দ্বিগুণ ছায়া হইলে আছরের নামাজের ওয়াক্ত আরম্ভ হইয়া সূর্য্য রক্তাভ হওয়া পর্য্যন্ত থাকে। ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় কোন বস্তু সোজা করিয়া রাখিলে, যে ছায়াটী পড়ে, তাহাকে "ছায়ায় আছলী" বলে, ইহা শীতকালে অপেক্ষাকৃত বেশী এবং গ্রীষ্মকালে কম হইয়া থাকে।

মগরেব ;—সূর্য্য অস্ত যাওয়ার পর হইতে আরম্ভ করিয়া আকাশের রক্তাভ দূরীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত মগরেবের ওয়াক্ত পশ্চিম আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে মগরেবের নামাজ একটু বিলম্বে পড়িতে হয়।

এশা ;—মগরেবের পর পশ্চিমাকাশে রক্তাভা মিটিয়া যাওয়ার পর হইতে আরম্ভ হইয়া সোবেহ ছাদেকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এশার নামাজের ওয়াক্ত। রাত্রির এক তৃতীয়াংশের মধ্যে এশার নামাজ পড়া মোস্তাহাব। দ্বিপ্রহরের মধ্যে মোবাহ এবং যুক্তি সঙ্গত কারণ

ব্যতীত দ্বিপ্রহর রাত্রের পর ইহা পড়া মকরূহ। এশার নামাজের পর হইতে "সোবেহ সাবেক" পর্য্যন্ত "তাহাজ্জোদ" নামাজের ওয়াক্ত।

রমজান মাসে প্রত্যহ এশার নামাজ পরে ও বেতেরের পূর্ব্বে তারাবিহ নামাজের সময়। সূর্য্যোদয়ের পর হইতে আরম্ভ করিয়া বেলা দ্বিপ্রহরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইদের নামাজের ওয়াক্ত।

আজানের বিবরণ।

প্রত্যেক ফরজ অক্তিয়া ও জোমা নামাজের পূর্ব্বে 'আজান' দেওয়া সুন্নত। ওজু করিয়া দুই হাতের তর্জ্জনী অঙ্গুলী দুই কর্ণে প্রবেশ করাইয়া কেবলা মুখে দাঁড়াইয়া আজানের শব্দগুলি স্পষ্ট ও উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে হয় যথা,—

চারিবার—"আল্লাহো আকবর"

অর্থ—আল্লাহ সর্ব্বাপেক্ষা মহান।

দুই বার;—"আশ্‌হাদো আল্‌লা এলাহা ইল্লাল্লাহ।

অর্থ—আমি সাক্ষ্য দিতেছি আল্লাহ ব্যতীত কেহই মা'বুদ নাই।

২ বার—"আশ্‌হাদো আন্না মোহাম্মাদর্‌ রাছুলুল্লাহ্‌

অর্থ—আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার রসুল

২ বার,—"হাইয়া-আলাছ্‌ ছালাহ্‌"

অর্থ—নামাজের নিমিত্ত আইস।

২ বার,—"হাইয়া-আলাল্‌ ফালাহ"

অর্থ—নাজাত পাইবার জন্য আইস

২ বার,—"আল্লাহো-আকবর"

বলিয়া তৎপরে একবার—

'লাএলাহা ইল্লাল্লাহ্

বলিয়া আজান শেষ করিতে হয়।

ফজরের নামাজের আজানে—

"হাইয়া-আলাল-ফালাহ্

বলিবার পর দুইবার—

"আছ্ছালাতো-খায়রুম মিনান্নাওম"

অর্থ—(নিদ্রা অপেক্ষা নামাজ উত্তম) বলিতে হয়।

যে সময় মোয়াজ্জেন (আজান-দাতা) আজান দিতে থাকিবে, সেই সময় শ্রোতৃগণ আজানের শব্দগুলি চুপে চুপে বলিবে, কেবল "হাইয়া আলাছ্ ছালাহ" ও "ফালাহ" বলিবার সময় "লা-হাওল অলা কু'অতা ইল্লাবিল্লাহ" এবং আছ্ছালাতো খায়রুম্ মিনান্নাওমের সময় "ছাদদাক্‌তা অবারাক্‌তা" বলিবে। এবং আজান শেষ হইলে সকলেই নিম্নোক্ত দোওয়া পাঠ করিবে, যথা ;—

"আল্লাহুম্মা রাব্বে হাজেহিদ্দাওয়াতিত্তাম্মাতে অছ-ছালাতিল্ কায়েমাতে আতে মোহাম্মাদেনিল্ অছিলাতিল্ ফজিলাতে অব্য়াছ্হু মাকামাম্ মাহমুদানিল্লাজি অয়াদ্‌তাহু।

অর্থ—হে প্রতিপালক আল্লাহ, এইরূপ পূর্ণ আহ্বান ও নামাজের প্রতিষ্ঠা-যাহা হজরত মোহাম্মদ (ছঃ) মোস্তফার অছিলায় প্রাপ্ত হইয়াছি ; তাঁহাকে তোমার অঙ্গীকৃত 'মাকামাম্ মাহমুদায় উঠাইয়া দাও।

একামত অর্থাৎ ফরজ নামাজ শুরু করিবার ঠিক পূর্ব্বে অবিকল আজানের শব্দগুলি অপেক্ষাকৃত অল্প আওয়াজে উচ্চারণ করিতে হয়। ইহা সুন্নত। সমস্ত অক্তের "একামত" একই প্রকার।

"একামত" বলিবার সময় "হাইয়া আলাল্ ফালাহ" বলার পর

২ বার—"কাদ্‌কা মা তেছ্ ছালাহ্"

অর্থ—(নিশ্চয় নমাজ আরম্ভ হইয়াছে) বলিতে হইবে।

স্ত্রীলোকেরা আজান একামত কিছুই দিবে না।

নামাজের ভিতর ও বাহিরে ১৩টী ফরজ আছে, ইহাদিগকে আহকাম ও আরকান বলা হয়, ইহা ব্যতিত নামাজ জায়েজ হয় না।

(১) শরীর পাক হওয়া ;—অর্থাৎ শরীরে নাপাক বস্তু লাগিয়া থাকিলে তাহা দূরীভূত করা এবং গোছল কিংবা ওজুর প্রয়োজন হইলে, তাহা রীতিমত ভাবে সম্পন্ন করা।

(২) পরিধান করিবার বস্ত্র পাক হওয়া।

(৩) নামাজ পড়িবার স্থান পাক হওয়া।

(৪) সতরে আওরত (গুপ্তাঙ্গ) আবৃত করা। পুরুষের জন্য নাভি হইতে হাটুর নিম্ন পর্য্যন্ত এবং স্ত্রীলোকের জন্য হাত, পা এবং মুখ ছাড়া সমস্ত অঙ্গ পাক কাপড় দিয়া ঢাকিয়া লওয়া ফরজ। পুরুষের টুপি, জামা এবং স্ত্রীলোকের সমস্ত শরীর আবৃতকারী বড় চাদর ব্যবহার করিতে হইবে।

(৫) কেবলামূখীন হওয়া। আমাদের দেশে ঠিক পশ্চিমে কেবলা অর্থাৎ কা'বা শরিফ।

(৬) নিয়ত করা। অন্তরে নিয়ত করা ফরজ, মুখেও নিয়ত করা ভাল, কিন্তু অন্তরে নিয়ত না করিয়া শুধু মুখে নিয়ত করিলে নামাজ জায়েজ হইবে না।

(৭) তক্‌বির তহরিমা। অর্থাৎ তকবির (আল্লাহো আকবর) দুই হস্ত এমন ভাবে উঠাইবে যাহাতে হস্তাঙ্গুলি সমূহ কেবলামুখে থাকে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী দুই কর্ণের নিম্নভাগ স্পর্শ করিতে পারে। তৎপরে নাভির নিম্নে বাম হাতের কব্জা ডাহিন হাত দ্বারা ধরিয়া রাখিবে। স্ত্রীলোকগণও তকবির বলিয়া দুই হস্ত ঐরূপ ভাবে স্কন্ধ স্পর্শ করা পর্য্যন্ত উঠাইয়া আপন বক্ষে স্থাপন করিবে।

(৮) কেয়াম করা অর্থাৎ দণ্ডায়মান হওয়া। স্ত্রী কিংবা পুরুষ প্রত্যেকেই দাঁড়াইয়া ফরজ নামাজ পড়িবে। শরা সঙ্গত কারণ ব্যতীত বিনা ওজরে ফরজ নামাজ বসিয়া পড়িলে জায়েজ হইবে না। সুন্নত, নফল নামাজ বিনা ওজরে বসিয়া পড়িলে ছওয়াব কম হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, কোন যুক্তিযুক্ত কারণে দাঁড়াইয়া ফরজ নামাজ পড়িতে অসমর্থ হইলে বসিয়া পড়িবে, তাহাও না পারিলে ডাহিন দিকে কাত হইয়া এশারার সহিত নামাজ আদায় করিবে, ইহাতেও অসমর্থ হইলে যেরূপ সম্ভব হয় সেই ভাবে নামাজ পড়িবে।

নামাজে দাঁড়াইবার সময় পদদ্বয় চারি অঙ্গুলী ফাঁক রাখিবে।

(৯) 'কেরাত' পড়া অর্থাৎ নামাজে কোরাণ শরিফের কিছু অংশ অন্ততঃ পক্ষে একটি আয়তও পাঠ করা চাই।

(১০) রুকু করা। নামাজে কেরাত শেষ করিয়া তকবির বলিয়া দুই হস্ত দ্বারা হাঁটুদ্বয় ভালরূপে ধরিয়া ঝুকিয়া পড়িবে যাহাতে মস্তক ও পৃষ্ঠদেশ এবং কোমর বরাবর সমান ভাবে থাকে রুকুর সময়ে বাহু বগল হইতে পৃথক্ রাখিতে হইবে। স্ত্রীলোকগণ রুকুতে যাইয়া হাটু ধরিবে এবং বাহুদ্বয়কে বগলের সহিত মিলাইয়া বক্র হইবে।

(১১) ছেজদা করা। তকবির বলিয়া নিম্নোক্ত প্রকারে মাটিতে মাথা রাখিয়া ছেজ্‌দা আদায় করিতে হয়। প্রথমে দুই হাটু তৎপরে দুই হাত, নাক ও কপাল মাটিতে রাখিবে দুই পায়ের অঙ্গুলীর অগ্রভাগও মাটিতে থাকিবে। এবং উঠিবার সময় প্রথমে কপাল, নাক, হাত উঠাইবে, ছেজদায় যাইয়া শরীরের সহিত হস্তদ্বয় ও জানুর সহিত পেট পৃথক্ রাখিবে এবং কর্ণের নিকটে হস্ত স্থাপন করিয়া অঙ্গুলিগুলি কেবলামুখে রাখিবে। স্ত্রীলোকগণ ছেজদায় যাইয়া হস্ত ও জানুদ্বয় আপন শরীর ও পেটের সহিত মিলাইয়া রাখিবে এবং পায়ের পাতা ডাহিন দিকে বিছাইয়া দিবে।

(১২) শেষ বৈঠক অর্থাৎ নামাজের শেষে ছালাম ফিরাইবার পূর্ব্বে "আত্তাহ্‌ইয়াতো" পড়িবার অনুরূপ সময় বসিয়া থাকা। পুরুষগণ বামপদ বিছাইয়া তাহার উপর বসিয়া ডাহিন পায়ের পাতা সোজা ভাবে রাখিবে এবং স্ত্রীলোকগণ দুই পায়ের পাতা ডাহিন দিকে বাহির করিয়া দিবে ও কেবল নিতম্বের উপর বসিবে।

(১৩) কোন কার্য্য না করিয়া নামাজ সম্পন্ন করা।

নামাজের মধ্যে নিম্নোক্ত কার্য্যগুলি ওয়াজেব ; যথা ;—

(১) সুরা ফাতেহা (আলহামদো লিল্লাহ) পাঠ করা।

(২) ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকয়াতে 'আলহামদো' সুরা পড়িবার পর কোরাণ শরিফের কিছু অংশ অর্থাৎ বড় হইলে অন্ততঃ-পক্ষে এক আয়ত ও ছোট হইলে তিন আয়ত পাঠ করা।

(৩) তরতিবের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখা অর্থাৎ নামাজের ফরজ, ওয়াজেব প্রভৃতি রীতিমত ভাবে আদায় করা।

(৪) 'তা'দীলে আরকান' অর্থাৎ ধীর স্থির ভাবে রুকু ছেজদা ইত্যাদি সম্পন্ন করা। রুকু হইতে উঠিয়া সোজাভাবে দাঁড়াইবে এবং অন্ততঃ পক্ষে এক 'তছবিহ্‌' পড়িবার অনুরূপ সময় অপেক্ষা করা। দুই ছেজদার মধ্যেও ঐরূপ সময় গৌণ করা চাই।

(৫) প্রথম বৈঠক। অর্থাৎ তিন কিংবা চারি রাক্‌য়াত বিশিষ্ট নামাজে দুই রাকয়াতের পর "আত্তাহ্‌ইয়াতো" পড়িবার জন্য বসা।

(৬) শেষ বৈঠকে "আত্তাহইয়াতো" পাঠ করা।

(৭) ফজর মগরেব এশা ও জোমার ফরজ নামাজের প্রথম দুই "রাক্‌য়াতে" এমামের পক্ষে শব্দ করিয়া এবং আছর, জোহর ও সুন্নত নফল প্রভৃতি নামাজে চুপে চুপে কোরণ শরিফ পাঠ করা ওয়াজেব। এরূপ ভাবে চুপে চুপে পড়িতে হয়, যাহাতে নিজের কর্ণে সেই শব্দটী পৌঁছিতে পারে। নামাজের কোন ফরজ পরিত্যাগ করিলে নামাজ নষ্ট হয় ও তাহা দোহরাইয়া পড়িতে হয় এবং কোন ওয়াজেব পরিত্যক্ত হইলে 'ছোহ ছেজদা' করিতে হয় অন্যথায় নামাজ দোহরাইয়া পড়িবে। স্ত্রীলোকেরা নামাজে তকবির কেরাত প্রভৃতি সমস্তই চুপে চুপে বলিবে শব্দ করিবে না।

নামাজ নষ্টের বিবরণ।

নিম্নোক্ত কারণে নমাজ নষ্ট হয় ;—

(১) নামাজের মধ্যে কথা বলিলে। (২) কাহাকেও সালাম অথবা সালামের জওয়াব দিলে। (৩) কিছু পান অথবা আহার করিলে। (৪) রোগ যন্ত্রণা অথবা অন্য কারণে 'উহ' 'আহ' প্রভৃতি করিলে; (৫) ক্রন্দন করিলে (খোদার ভয়ে ভীত হইয়া কাঁদিলে নামাজ নষ্ট হইবে না।) (৬) বিনা কারণে কাসিলে। (৭) হাঁচির জওয়াব দিলে। (৮) কোন প্রকার সুখ দুঃখ সংবাদে কোন কিছু বলিলে। (৯) আপন জামায়াতের এমাম ছাড়া অন্যের ভুল সংশোধন করিয়া লোক্‌মা দিলে; এবং জামায়াতের-লোক ছাড়া অন্য লোকের ভুল সংশোধন এমাম হইয়া গ্রহণ করিলে। (১০)

মোক্তাদি হইয়া এমামের অগ্রে দাঁড়াইলে কিংবা এমামের আগেই রুকু ছেজদা প্রভৃতি করিলে। (১১) কেবলা ভিন্ন অন্য মুখীন হইয়া নামাজ পড়িলে। (১২) ছেজদায় যাইয়া দুই পা উচু করিয়া তুলিলে। (১৩) নামাজের মধ্যে দুন্‌ইয়ার সম্বন্ধে কোন কিছু, যেমন অমুক জিনিষ দাও, অমুকের সঙ্গে নিকাহ দাও ইত্যাদি প্রার্থনা করিলে। (১৪) আমলে কছির করিলে—এমন কাজ যাহা করিলে জানিতে পারা যায় যে, এই ব্যক্তি নামাজ পড়িতেছে না, অন্য কিছু করিতেছে, তাহাকে আমলে কছির বলে। যেমন দুই হাতে বোতাম লাগান, টুপি মাথায় দেওয়া ইত্যাদি।

নামাজ পড়িবার নিয়ম।

প্রথম জায়নামাজে দাঁড়াইয়া পড়িবে,—

"ইন্নি অজ্জাহ্‌তো অজ্‌হেয়া লিল্লাজি-ফাতারাছ ছামাওয়াতে অল্ আর্‌দা হানিফে.ও অমা আনা মিনাল্ মোশ্‌রেকিন।"

অর্থ—(আমি একাগ্র ভাবে আকাশ, পৃথিবী সৃষ্টি ও সৃষ্থলাকারী খোদাতায়ালার দিকে আমার মুখ ফিরাইলাম এবং আমি মোশ্‌রেকদিগের মধ্যে নহি) তৎপরে নিয়ত করিবে এবং ইহাতে নামাজ ও রাকয়াত এবং ওয়াক্তের উল্লেখ করিবে, সঙ্গে সঙ্গে "তকবির" (আল্লাহো আক্‌বর) বলিয়া "তমরিমা" বাঁধিবে এবং চুপে চুপে ছানা পড়িবে অর্থাৎ—

"ছোব্‌হানাকা আল্লাহুম্মা অ-বেহাম্‌দেকা অ-তাবারাকাসমোকা অ-তায়ালা জাদ্দোকা অ লা-এলাহা গায়রোকা।"

অর্থ—"হে আল্লাহতায়ালা, আমরা তোমার তছবিহ পাঠ ও প্রশংসা বর্ণনা করিতেছি, তোমার নাম বরকতওয়ালা, তোমার সম্মান সর্বোচ্চ এবং তোমা ভিন্ন কেহ মাবুদ নাই।" তৎপরে "তায়াওয়োজ" অর্থাৎ—

"আউজো বিল্লাহে মিনাশ্ শয়তানের রাজীম"

"আমি অভিশপ্ত শয়তান হইতে খোদাতায়ালার নিকট রক্ষা প্রার্থনা করিতেছি।"

অতঃপর তছমিয়া পড়িবে। অর্থাৎ—

"বিছ্ মিল্লাহের্ রহমানের রহিম"

দয়ালু রহমান আল্লার নামে আরম্ভ করিতেছি। তৎপরে ছুরা ফাতেহা (আলহাম্‌দো-লিল্লাহ) পড়িয়া শেষ করিবে এবং চুপে চুপে "আমিন" বলিয়া অন্য কোন ছুরা অথবা কতিপয় আয়াত পাঠ করিবে ও "তকবির" বলিয়া রুকু করিবে এবং তছবিহ অর্থাৎ—

"ছোবহানা রাব্বিয়াল আজীম"

"প্রতিপালকের তছবিহ পড়িতেছি।" তিন, পাঁচ কিম্বা সাতবার পড়িয়া 'তছমি' অর্থাৎ

"ছামে আল্লাহো লেমান্ হামেদাহ্"

"যে খোদাতায়ালার প্রশংসা করে, তাহার কথা তিনি শুনেন।" এই বলিয়া সোজাভাবে দাঁড়াইবে। সেই সময় মোক্তাদিগণ 'তহমিদ' অর্থাৎ—

"রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ"

"হে আমাদের প্রতিপালক, তোমারই সকল প্রশংসা" বলিবে (একাকী নামাজ পড়িলে 'তছমি' 'তহমিদ' উভয়ই বলিবে)। তৎপরে আল্লাহো আকবর বলিয়া ছেজদা করিবে। এবং তিন, পাঁচ কিম্বা সাতবার ;—

"ছোবহানা রাব্বিয়াল আলা"

পড়িবে, পরে তকবির বলিয়া ছেজদা হইতে উঠিয়া বসিবে এবং কমতঃ পক্ষে এক তছবিহ পড়িবার মত সময় দেরি করিয়া পুনরায় আল্লাহো আকবর বলিয়া ছেজদায় যাইয়া উক্ত তছবিহ পড়িবে, পরে আল্লাহো আকবর বলিয়া উঠিয়া সোজাভাবে দাঁড়াইবে এবং 'বিছমিল্লাহ বলিয়া ছুরা ফাতেহা পড়িয়া 'আমিন' বলিবে, অন্য কোন সুরা পড়িয়া পূর্ব্বের ন্যায় রূকু ও দুই ছেজদা আদায় করিয়া বসিবে এবং আত্তাহ্ইয়াতো, দরুদ ও দোওয়া মা'ছুরা পড়িবে। যথা ;—

আত্তাহ্ইয়াতো লিল্লাহে অছ্ছালাওয়াতো অত্তাইয়েবাতো, আছ্ছালামো আলায়কা আইয়ো-হান্নাবিয়ো অ-রহমাতুল্লাহে অ-বারাকাতুহু, আছ্-ছালামো আলায়না অআলা এবাদিল্লাহিছছালেহীন আশ্হাদো আল্-লাএলাহা ইল্লাল্লাহো অ-আশ্হাদো আন্না মোহাম্মদান্ আবদুহু অ-রাছুলুহু।”

অর্থ,—দৈহিক, মৌখিক এবং আর্থিক সমস্ত এবাদত খোদা তায়ালার জন্য; হে নবী, তোমার উপর ছালাম এবং রহমত নাজেল হউক, আমাদের এবং সমস্ত নেক লোকের উপর খোদাতালার রহমত নাজেল হউক, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, খোদাতায়ালা ভিন্ন কেহই মা'বুদ নাই এবং হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) তাঁহার রসুল ও বান্দা।

দরুদ ;—“আল্লাহুম্মা ছল্লে আলা মোহাম্মদিও অ-আলা আলে মোহাম্মদিন্ কামা ছাল্লায়তা আলা এবরাহিমা অ-আলা আলে এবরাহিমা ইন্নাকা হামিদুম্ মজিদ। আল্লাহুম্মা বারেক আলা মোহাম্মাদিঁও অ-আলা আলে মোহাম্মাদিন কামা

বারাক্‌তা আলা এবরাহিমা আ-আলা আলে এবরা-হিমা, ইন্নাকা হামিদুম্ মজিদ।"

অর্থ;—হে খোদাতায়ালা! হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (দঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের উপর পূর্ণ রহমত নাজেল কর, যেরূপ পূর্ণ, রহমত হজরত এবরাহিম (আঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের উপর নাজেল করিয়াছিলে, নিশ্চয় তুমি প্রশংশিত ও মহা সম্মানিত।

হে খোদাতায়ালা! হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও তাঁহার বংশধর-গণের উপর বরকত নাজেল কর, যেরূপ হজরত এবরাহিম (আঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের উপর বরকত নাজেল করিয়াছিলে।

দোয়া মাছুরা;—

আল্লাহুম্মাগ্‌ফেরলি অলে অলেদাইয়া অলেমান্ তাআলদা অলে জামিয়েল্‌মু'মেনীনা অল্‌মু'মেনাতে অল্ মোছ্‌লেমীনা অল্ মোছ্‌লেমাতে আল্ আহ্-ইয়ায়ে মিন্‌হুম্ অল্ আম্‌ওয়াতে বেরাহ্‌মাতেকা ইয়া আর্‌রাহমানের রাহেমীন।"

অর্থ;—হে আল্লাহতায়ালা! আমাকে ও আমার পিতামাতা এবং যাহারা জন্মগ্রহণ করিবে এবং সমস্ত বিশ্বাসী ও মোসলেম নর নারীকে তাহাদের মধ্যে যাহারা বাঁচিয়া আছেন এবং মরিয়া গিয়াছেন তাহাদিগকে তোমার দয়া বিতরণ করিয়া ক্ষমা কর।

এই সমস্ত পাঠ হইয়া গেলে

"আছ ছালামো আলায়কুম অ-রাহমাতুল্লাহ।

(তোমাদের উপর খোদাতায়ালার দয়া ও শান্তি বরিষণ হউক) বলিয়া ডাহিন ও বাম দিকে গ্রীবা সমেত মুখ ফিরা-

হুয়া নামাজ শেষ করিবে। এই ছালাম ফিরাইবার সময়ে ডাহিন ও বাম দিকের ফেরেস্তা ও সমবেত মুছল্লিগণকে ছালাম করিবার ধারণা করিবে।

ইহা দুই রাক্‌য়াত নামাজ পড়িবার নিয়ম। তিন রাক্‌য়াত নামাজ পড়িতে হইলে দুই রাক্‌য়াতের পর বসিয়া শুধু "আত্তা-হিয়াতো" পড়িয়া তক্‌বির বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবে এবং 'বিছমিল্লাহ" বলিয়া সুরা ফাতেহা ও তৎসহ অন্য কোন সুরা পড়িয়া পূর্ব্বের ন্যায় রুকু ও ছেজদা করিয়া বসিবে। তৎপর আত্তাহ্‌ইয়াতো দরুদ ও দোয়া মা'ছুরা পড়িয়া ছালাম ফিরাইবে। চারি রাক্‌য়াত নামাজ হইলে তিন রাক্‌য়াতের পর না বসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া পূর্ব্বের ন্যায় সুরা ফাতেহা ও অন্য সুরা পড়িয়া রুকু ছেজদা করিয়া আত্তাহ্‌হিয়াতো প্রভৃতি পড়িয়া ছালাম ফিরাইয়া নামাজ শেষ করিবে। ফরজ নামাজ হইলে শেষের এক অথবা দুই রাক্‌য়াতে শুধু সুরা ফাতেহা পড়িবে, অন্য কোন সুরা মিলাইবে না। স্ত্রীলোকগণ নামাজের মধ্যে সমস্তই চুপে চুপে পড়িবে। পুরুষগণ দুই ঈদ জোমা ও ফরজ নামাজে তক্‌বির, ছমি, তহমিদ ও প্রথম দুই রাক্‌য়াতের কোরাণ শরিফ পাঠ শব্দ করিয়া বলিবে এবং ছানা তায়াওয়োজ, তছমিয়া, তছবিহ, আত্তাহ্‌ইয়াতো প্রভৃতি সব সময়ে চুপে চুপে বলিবে। প্রত্যেকবার সুরা ফাতেহা পাঠ করিবার পূর্ব্বে 'বিছমিল্লাহ' ও শেষে চুপে চুপে আমিন বলিতে হইবে। যখন এমাম সুরা ফাতেহা শব্দ করিয়া পড়িয়া শেষ করিবে, তখন এমাম মোক্তাদি প্রত্যেকেই চুপে চুপে 'আমিন' বলিবে।

নামাজে কোরআন শরিফের আয়তগুলি যথা সাধ্য স্পষ্ট ও ধীর ভাবে উচ্চারণ করিবে। নামাজের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিবার সময় ছেজদার স্থানে, রুকুর সময়ে দুই পায়ের নিকট, ছেজদায় নাসিকার উপরে এবং বৈঠকে নিজের ক্রোড়ে আপন দৃষ্টি রাখিবে,

এদিকে ওদিকে তাকাইবে না, থুথু ফেলিবে না, এক পায়ে ভর দিয়া (ঘোড়ার ন্যায়) দাঁড়াইবে না, হাঁটুতে ভর দিয়া দুই পায়ের উপর (কুকুরের ন্যায়) বসিবে না। আলস্য ভাঙ্গা, গাত্র মোড়ান অথবা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের সহিত নামাজ পড়িবে না বরং বিনম্র ও ভীত ভাবে একাগ্রচিত্তে পড়িবে। কোরাণ পাঠে ওলট পালট অর্থাৎ আগের সুরা পিছনে যেমন, প্রথমে "কোলহো আল্লাহে আহাদ" তৎপরে "তাব্বাত ইয়াদা" পড়িবে না, স্বেচ্ছায় ইহা করিলে নামাজ মকরূহ হয়।

নামাজের নিয়ত।

দিবা রাত্রে মোট ১৭ রাক্‌য়াত নামাজ ফরজ ও ১২ রাক্‌য়াত সুন্নত এবং তিন রাক্‌য়াত ওয়াজেব।

ফজরে প্রথম দুই রাক্‌য়াত সুন্নত তৎপরে দুই রাক্‌য়াত ফরজ নামাজ পড়িতে হয়। নামাজের নিয়ত বাংলা কিম্বা আরবী অথবা যে ভাষাতে হউক না কেন করা যায়। ফজরের সুন্নতের নিয়ত, যথা ঃ—

"নওয়য়তোআন্ ওছাল্লিয়া লিল্লাহেতায়ালা রাক্‌য়াতায় ছলাতিল্ ফজ্‌রে সুন্নাতো রছুলিল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জেহান এলা জেহ্‌তিল্ কা'বাতিশ্ শরীফাতে আল্লাহো আকবর।"

বাংলা নিয়ত যথা ;—ফজরের দুই রাক্‌য়াত সুন্নত নামাজ আল্লাহতায়ালার জন্য কা'বা শরিফ মুখীন হইয়া পড়িতে নিয়ত করিলাম।

ফজরের ফরজ নামাজের নিয়ত ;—

"নওয়য়তোআন ওছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাক্‌য়া তায় ছলাতিল ফজর ফরজুল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জেহান্ এলা জেহ্‌তিল কা'বাতিশ শরীফাতে আল্লাহো আক্‌বর।"

বাংলা;—ফজরের দুই রাক্য়াত ফরজ নামাজ আল্লাহতায়ালার জন্য কাবা শরিফ মুখীন হইয়া পড়িতে নিয়ত করিলাম।

জোহরের প্রথম চারি রাক্য়াত সুন্নত, তৎপরে চারি রাক্য়াত ফরজ, তৎপরে দুই রাক্য়াত সুন্নত, পরে দুই রাক্য়াত নফল নামাজ পড়িতে হইবে।

নিয়ত,—

"নওয়ায়তোআন্ ওছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা আর্‌বায়া রাক্য়াতে ছলাতিজ্ জোহর সুন্নাতো রছুলিল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জেহান্ এলা জেহতিল্ কা'বাতিশ্ শরীফাতে আল্লাহো আক্‌বর।"

বাংলা;—জোহরের চারি রাক্য়াত সুন্নত নামাজ আল্লাহতায়ালার জন্য কাবা শরিফ মুখীন হইয়া পড়িতে নিয়ত করিলাম।

ফরজের নিয়ত;—

"...আর্‌বায়া রাক্য়াতে ছলাতিজ জোহর ফরজুল্লাহে তায়ালা...।"

বাংলা;—জোহরের চারি রাক্য়াত ফরজ নামাজ আল্লাহতায়ালার জন্য কাবা শরিফ মুখীন হইয়া পড়িতে নিয়ত করিলাম।

সুন্নতের নিয়ম;—

"...রাক্য়াতায় ছলাতিজ্ জোহরে সুন্নাতো রছুলিল্লাহে তায়ালা।"

বাংলা,—জোহরের দুই রাক্য়াত সুন্নত নামাজ আল্লাহতায়ালার জন্য কাবা শরিফ মুখীন হইয়া পড়িবার জন্য নিয়ত করিলাম।

নফলের নিয়ত,—

"নওয়ায়তোআন্ ওছল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাক্য়াতায় ছলাতি-ন্নফ্‌লে মোতাওয়াজ্জেহান্ এলা জেহ্‌তিল্ কা'বাতিশ্ শরীফাতে আল্লাহো আক্‌বর।"

বাংলা;—দুই রাক্য়াত নফল নামাজ আল্লাহতায়ালার জন্য কাবা শরিফ মুখীন হইয়া পড়িবার জন্য নিয়ত করিলাম।

দুই রাক্য়াত নফল নামাজের নিয়ত সব সময়ে ঐ প্রকার করিতে

হইবে, ইহাতে অক্ত উল্লেখ করিতে হয় না।

আছরে চারি রাক্য়াত ফরজ নামাজ পড়িলেই হইবে।

নিয়ত :—

"...আর্‌বায়া রাকয়াতে ছলাতিল্ আছ্‌রে ফরজুল্লাহে তায়ালা...।"

বাংলা,—আছরের চারি রাক্য়াত ফরজ নামাজ আল্লাহতায়ালার জন্য কাবা শরিফ মুখীন হইয়া পড়িবার জন্য নিয়ত করিলাম।

মগরেবের সময় প্রথম তিন রাক্য়াত ফরজ, তৎপরে দুই রাক্য়াত সুন্নত, পরে দুই রাক্য়াত নফল পড়িবে।

নিয়ত,—

"...ছালাছা রাকয়াতে মগ্‌রেব ফরজুল্লাহে তায়ালা...।"

বাংলা ;—মগরেবের তিন রাক্য়াত ফরজ নামাজ আল্লাহতায়ালার জন্য কাবা শরিফ মুখীন হইয়া পড়িবার নিয়ত করিলাম।

সুন্নতের নিয়ত ,—

"...রাক্য়াতায় ছলাতিল্ মগরেব সুন্নত রছুলিল্লাহে তায়ালা.....।"

বাংলা—মগরেবের দুই রাক্য়াত সুন্নত নামাজ আল্লাহতায়ালার জন্য কাবা শরিফ মুখীন হইয়া পড়িবার নিয়ত করিলাম। তৎপরে দুই রাক্য়াত নফল পড়িবে।

এশার সময় প্রথমে চারি রাক্য়াত ফরজ, তৎপরে দুই রাক্য়াত সুন্নত, পরে দুই রাকয়াত নফল, পরে তিন রাক্য়াত বেতর, তৎপরে দুই রাকয়াত নফল নামাজ পড়িবে।

নিয়ত,—

"...আর্‌বায়া রাক্য়াতে ছলাতিল এশা ফরজুল্লাহে তায়ালা......"

বাংলা,—এশার চারি রাকয়াত ফরজ নামাজ আল্লাহতায়ালার জন্য কাবা শরিফ মুখীন হইয়া পড়িবার নিয়ত করিলাম।

সুন্নতের নিয়ত;—

"...রাক্য়াতায় ছলাতিল এশা' ছুন্নাত রছুলিল্লাহে তায়ালা... ...।"

এশার দুই রাকয়াব সুন্নত নামাজ ... ...।

তৎপরে দুই রাকয়াত নফল নামাজ পড়িবে।

বেতেরের নিয়ত,—

"...ছালাছা রাক্‌য়াতে ছলাতিল্ বেত্‌রে ওয়াজেবুল্লাহে তায়ালা... ।"

বাংলা,—তিন রাক্‌য়াত বেতেরের ওয়াজেব নামাজ আল্লা-তায়ালার...... ।

বেতের নামাজের তৃতীয় রাক্‌য়াতে ছুরা ফাতেহা ও অন্য কোন ছুরা পাঠ করিয়া তক্‌বির (আল্লাহো আকবর) বলিয়া দুই হাত কর্ণ পর্য্যন্ত উঠাইয়া পুনরায় নাভীর নিম্নে যথারীতি বাঁধিয়া দোয়া কুনুত পড়িবে পরে তক্‌বির বলিয়া রুকু ছেজদা করিয়া "আত্তাহ-ইয়াতো" প্রভৃতি পড়িয়া নামাজ শেষ করিবে।

দোয়া কুনুত, যথা :—

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাছ্‌তায়ীনোকা, অ-নাছ্‌তাগ্‌ফেরোকা, অ-নু'মে-নোবেকা, অ-নাতাঅক্কালো আলায়কা, অ-নাছ্‌নি আলায়-কাল্ খায়্‌রা, অ-নাশ্‌কোরোকা, অ-লা নাক্‌ফোরোকা, অ-নাখ্‌-লায়ো অ-নাত্‌রোকো ম্যাইয়্যাফজোরোকা, আল্লাহুম্মা ইয়্যাকানা'-বোদো অ-লাকা নোছাল্লি অ-নাছ্‌জোদো অ-এলায়কা নাছ্‌য়া অ-নাহ্‌-ফেদো অ-নারজু রহ্‌মাতাকা অ-নাখ্‌শা আজাবাকা ইন্না আ'জাবাকা বিল্ কোফ্‌ফারে মোল্‌হেক।"

অর্থ,—"হে আল্লাহ্‌তায়ালা! আমরা তোমারই নিকট সাহায্য চাহিতেছি, ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, তোমার উপর বিশ্বাস ও ভরসা স্থাপন করিতেছি, তোমার গুণ কীর্ত্তন ও তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি, আমরা নাশোকর নহি, যাহারা তোমার হুকুম মান্য করে না, আমরা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছি। হে

আল্লাতায়ালা, আমরা, তোমারই এবাদত ও তোমার জন্য নামাজ এবং ছেজদা আদায় করিয়া তোমার দিকে অগ্রসর হইতেছি। আমরা তোমার রহমত প্রার্থী এবং তোমার আজাবে ভীত হইতেছি; নিশ্চয় তোমার আজাব কাফেরগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট।"

প্রত্যেক শুক্রবারে জোমার নামাজ পড়িতে হয়। উহা একাকী জায়েজ হইবে না। অতএব এমাম ও তিনজন মোক্তাদি অন্ততঃ পক্ষে হওয়া চাই। মছজেদে যাইয়া প্রথম দুই রাক্‌য়াত "তাহাইয়্যা-তিল্ ওজু" তৎপরে দুই রাকয়াত "দখুলল মছজেদ" নামাজ পড়া ভাল, ইহাতে খুব ছওয়াব হয়।

জোমার জন্য নির্দ্দিষ্ট ১৪ রাক্‌য়াত নামাজ যথা;—প্রথমে চারি রাক্‌য়াত 'কাবলোল জোমা' তৎপরে দুই রাকয়াত জোমার ফরজ নামাজ (ইহা জামায়াতের সঙ্গে পড়া চাই) তৎপরে চারি রাক্‌য়াত 'বা'দল 'জোমা' তৎপরে চারি রাক্‌য়াত আখেরে জোহর নামাজ পড়িতে হয়, ইহা ব্যতীত যাহা কিছু তাহা সুন্নতে জায়েদা বা নফলের মধ্যে পরিগণিত।

জোমার ফরজ নামাজের পূর্ব্বে এমাম কেবলার বিপরীত (পূর্ব্ব) মুখে দাঁড়াইয়া খোত্‌বা পাঠ করিবে, খোত্‌বা পাঠ আরম্ভ করিবার ঠিক পূর্ব্বেই মোয়াজ্‌জেন এমামের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আজান দিবে। খোতবা শ্রবণ করা ওয়াজেব। যে সময় এমাম খোতবা পাঠ করেন, সে সময় কোন ছুন্নত নফল নামাজ পাঠ করা কিংবা কথা বলা নিষিদ্ধ, তবে ছাহেবে তরতীব হইলে ফজরের কাজা নামাজ ছানী খোতবার সময় পড়া যাইতে পারে।

কাবলোল জোমা'র নিয়ত,—

"নওয়ায়তোআন্ ওছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা আর্‌বায়া রাক্‌য়াতে ছলাতে কাবলিল জোম্‌য়াতে ছুন্নাতে রছুলিল্লাহে তায়ালা মোতাওয়া-জ্জেহান এলা জেহতিল্ কা'বাতিশ্ শরীফাতে আল্লাহো আক্‌বর।"

বাংলা,—চারি রাক্য়াত কাবলোল জোমা' সুন্নত নামাজ আল্লাহ-তায়ালার জন্য কা'বা শরিফ মুখীন হইয়া পড়িবার নিয়ত করিলাম।

ফরজের নিয়ত,—

"নঅয়তোন্ ওছ্কেতা আন্‌জিম্মাতি ফার্‌জোজ্জোহ্‌রে বে-আদায়ে রাক্‌য়াতায় ছলাতিল্ জোম্‌য়াতে ফারজুল্লাহে তায়ালা মোতা-ওয়াজ্জেহান...... ।"

বাংলা ;—জো'মার দুই রাকাত ফরজ নামাজ আল্লাহতায়ালার... ।

বা'দোল্ জোমা'র নিয়ত ,—

"নঅয়তোআন্ ওছল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা আরবায়া রাক্‌য়াতেছ্-ছলাতে বা'দোল জোম্‌য়াতে সুন্নত রছুলিল্লাহেতায়ালা...... ।

বাংলা ;—চারি রাক্‌য়াত বা'দোল্ জোমা' সুন্নত নামাজ আল্লাহ-য়ালার জন্য ।

আখেরে জোহরের নিয়ত ;—

নঅয়তোআন্ ওছল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা আরবায়া রাক্‌য়াতেছ্-ছলাতে আখেরেজ্জোহরে আদ্‌রাক্‌তো অক্তহু অলাম্ ওছাল্লিহি বাদুহু মোতাওয়াজ্জেহান এলা জেহতিল কা'বাতিশ্, শরীফাতে আল্লাহো-আকবর ।

বাংলা ;—চারি রাকয়াত আখেরে জ্জোহর নামাজ আল্লাহতায়ালার জন্য।"

আখেরে জোহর নামাজ পড়িতেই হইবে, ইহার প্রত্যেক রাক্-আতে সুরা ফাতেহার সঙ্গে অন্য সুরা মিলাইবে, ইহার পর দুই রাক্‌য়াত 'সুন্নতোল্ অক্ত' নামাজ পড়া ভাল।

তারাবিহ নামাজের বিবরণ।

রমজান মাসের প্রত্যেক রাত্রিতে ২০ রাক্য়াত করিয়া "তারাবিহ" নামাজ জাময়াতের সহিত পড়া সুন্নত; জাম্য়াতে সম্ভবপর না হইলে একাকী পড়িবে। এই সুন্নত নামাজে শব্দ করিয়া কেরাত (কোরআন শরিফ) পড়িতে হয়। "তারাবিহ পড়িবার পর বেতের নামাজ জাম্য়াতের সহিত আদায় করিবে, ইহার প্রত্যেক রাক্য়াতে কোরআন শরিফের সুরা শব্দ করিয়া এবং এমাম মোক্তাদি সকলেই দোয়া কনুত চুপে চুপে পড়িবে।

রমজান মাস ভিন্ন অন্য সময়ে বেতের নামাজ জাম্য়াতের সহিত পাঠ করা জায়েজ নহে।

"তারাবিহ" নামাজ দুই দুই রাক্য়াত করিয়া দশ ছালামে পড়িতে হয়।

নিয়ত ;—

"নাঅয়তোআন্ ওছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাক্য়াতায় ছলাতি-ত্তারাবিহ্ ছুন্নাতো রছুলিল্লাহে তায়ালা......"

বাংলা ;—"তারাবির" দুই রাক্য়াত সুন্নত নামাজ আল্লাহ তায়ালার জন্য ......।

চারি রাক্য়াত তারাবিহ নামাজ পড়া হইলে নিম্নোক্ত দোয়া পড়িয়া মোনাজাত করিবে; এইরূপে মোট পাঁচ বার দোয়া ও মোনাজাত হইবে।

দোয়া ;—

"ছোব্হানা জিল্মুল্কে অল্-মালাকুতে ছোব্হানা জিল্ এজ্জাতে অল্আজ্মাতে অল্হয়বাতে অল্কুদ্রতে অল্-কিব্রিয়ায়ে অল্জাব্রুত ছোব্হানাল্ মালেকিল্ হাইএল্লাজি ল্যা-য়্যানামো অলা-য়্যামুতো ছব্বুহুন্ কুদ্দুছুন রাব্বোনা অর-রব্বোল মালায়েকাতে অরুহ্"

অর্থ:—সেই খোদাতায়ালা যিনি শ্রেষ্ঠ বাদশাহ, রাজত্বের অধিপতি, মহামহিমান্বিত ক্ষমতাশালী, গৌরবময় এবং তিনি চির জাগ্রত অমর, আমাদের ও ফেরেশতাগণের এবং রুহদিগের প্রতিপালক। আমরা তাঁহারই তছবিহ পাঠ করিতেছি।

মোনাজাতের দোয়া;—

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাছ-আলোকাল জান্নাতা অ-নাউজো বেকা মিনান্নারে ইয়া খালেকাল্ জান্নাতে অন্নারে বেরাহমাতেক্া ইয়া আজীজো ইয়া গফ্ফারো ইয়া করীমো ইয়া ছাত্তারো ইয়া রহীমো ইয়া জব্বারো ইয়া খালেকো ইয়া বারো, আল্লাহুম্মা আজেরনা মিনান্নারে ইয়া মুজীরো ইয়া মুজীরো ইয়া মুজীর বেরহমাতেকা ইয়া আর্ হামার রাহেমীন।"

অর্থ;—বেহেশত ও দোজখের সৃষ্টিকর্ত্তা হে খোদাতায়ালা! আমরা তোমারই নিকট বেহেশত প্রার্থনা করিতেছি ও দোজখ হইতে নিষ্কৃতি চাহিতেছি। হে পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল, দয়ালু, দোষ গোপনকারী, দাতা, মহাপরাক্রান্ত, স্রষ্টা পরোপকারী আল্লাহ্-তায়ালা। তোমার রহমত দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। হে নাজাত দানকারী, হে নাজাত দানকারী।

রমজানের চন্দ্রোদয় হওয়ার রাত্র হইতে তারাবিহ নামাজ পাঠ আরম্ভ এবং শওয়ালের চন্দ্রোদয় হইলে, বন্ধ করিতে হয়।

তাহাজ্জোদ নামাজ।

রাত্র দ্বিপ্রহরের পর তাহাজ্জোদের নামাজ পাঠ করিতে হয়, ইহা না পড়িলে গোনাহ হয় না বটে কিন্তু পড়িলে অসংখ্য নেকী হয়। দুই দুই রাক্য়াত করিয়া চারি ছালামে আট রাক্য়াত তাহাজ্জোদ

নামাজ। প্রত্যেক রাকয়াতে ছুরা ফাতেহার পর তিনবার ছুরা এখলাছ (কোল্‌হো আল্লাহো আহাদ) পড়িয়া আদায় করা সমধিক সহিহ মত।

নিয়ত,—

'ছলাতিত্তাহাজ্জোদ ছুন্নাতো রছুলিল্লাহে তায়ালা মোতায়াজ্জেহান...।'

বাংলা—দুই রাকয়াত তাহাজ্জোদের সুন্নত নামাজ আল্লাহতায়ালার...

উপরোক্ত নিয়মে "তাহাজ্জোদ নামাজ পাঠ করিবে।

যাহার "তাহাজ্জোদ" নামাজ পাঠ করার অভ্যাস এবং রাত্রিতে জাগরিত হইবার বিশ্বাস থাকে, তাহার পক্ষে 'এশা'র পরে বেতের নামাজ না পড়িয়া 'তাহাজ্জোদ' অন্তে বেতের পাঠ করা ভাল কিন্তু যদি রাত্রিতে জাগরিত হইবার আশা না থাকে, তবে 'এশা' অন্তে বেতের পড়িয়া লইবে। যদি তাহাজ্জোদের সময় জাগরিত হওয়া যায় তবে 'তাহাজ্জোদ'ই পড়িবে বেতের পড়িবে না।

এমামের পিছনে নামাজ পড়িতে হইলে নিয়তের সঙ্গে

"একতেদায়তো বে-হাজাল্ এমাম"

অর্থাৎ এই এমামের মোক্তাদি হইলাম বলিবে এবং কেবল মাত্র ছানা পড়িবে, আউজো ও বিছমিল্লাহ কিম্বা কেরাত পাঠ করিবে না কিন্তু তকবির, তছবিহ, আত্তাহ্‌ইয়াতো, দরূদ ও দোওয়া মাছুরা চুপে চুপে পড়িবে।

মছবুকের নিয়ম।

এমামের সহিত সম্পূর্ণ নামাজ পড়িতে না পারিলে, নিম্নোক্ত নিয়মে বাকী নামাজ পড়িবে এবং ঐরূপ নামাজিকে "মছবুক" বলে।

যদি এমামের সঙ্গে যে কোন ওয়াক্তের মাত্র এক রাকয়াত নামাজ পড়িতে না পারিয়া থাকে, তবে শেষ বৈঠকে শুধু আত্তাহ-ইয়াতো পড়িবে, পরে এমামের ছালাম ফিরাইবার সঙ্গে সঙ্গে

তকবির বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবে এবং ছানা, আউজো, তছমিয়া ও ছুরা ফাতেহা সহ অন্য ছুরা বা আয়ত পড়িয়া রীতিমত রুকু ছেজদা আদায় ও আত্তাহ্ইয়াতো প্রভৃতি পাঠ করিয়া ছালাম ফিরাইবে। তিন রাক্য়াত (মগরেব) নামাজের দুই রাক্য়াত এমামের সঙ্গে না পাইলে, উপরোক্ত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছানা প্রভৃতি ও ছুরা ফাতেহা সহ অন্য ছুরা পড়িয়া রুকু ছেজদা করিবে এবং বসিয়া আবার শুধু আত্তাহ্ইয়াতো পড়িয়া উঠিবে এবং ছুরা ফাতেহা ও তৎসহ অন্য ছুরা পড়িয়া রুকু ছেজদা আদায় করিবে। তৎপরে আত্তাহ্ইয়াতো দরুদ ও দোওয়া মাছুরা পড়িয়া ছালাম ফিরাইবে। চারি রাক্য়াত নামাজের দুই রাক্য়াত এমামের সঙ্গে না পাইলে এমামের ছালামান্তে উপরোক্ত ভাবে উঠিবে ও ছানা হইতে ছুরা ফাতেহা ও অন্য ছুরা পড়িয়া রুকু ছেজদা আদায় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবে (এখানে বসিবে না) এবং ছুরা ফাতেহা সহ অন্য ছুরা পড়িয়া রুকু ছেজদা করিয়া আত্তাহ্ইয়াতো প্রভৃতি পাঠ করিবে, তৎপরে ছালাম ফিরাইবে। চারি রাক্য়াত নামাজের তিন রাক্য়াত এমামের সঙ্গে না পাইলে এমামের ছালাম ফিরাইবার সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত ভাবে উঠিবে ও রীতিমত দোআ, এবং ছুরা পড়িয়া রুকু ছেজদা আদায় করিবে এবং বসিয়া শুধু আত্তাহ্ইয়াতো পড়িয়া রুকু ছেজদা আদায় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবে এবং মাত্র ছুরা ফাতেহা পাঠ করিয়া রুকু ছেজদা আত্তাহ্ইয়াতো আদি পড়িয়া নামাজ শেষ করিবে। যদি কেবল মাত্র ছালাম ফিরাইবার পূর্ব্বে এমামের সহিত মিলিয়া থাকে, তবে এমামের নামাজ অন্তে যথাযথভাবে সম্পূর্ণ নামাজ পড়িয়া লইবে। মছবুক, তকবির ও কেরাত প্রভৃতি চুপে চুপে পড়িবে।

যে ব্যক্তি এমামের সহিত প্রথম হইতেই নামাজ পড়িতেছিল, কিন্তু নামাজ মধ্যে 'হাদাছ' কিংবা অন্য কোন কারণে নামাজ ভঙ্গ

হইয়া যায়, তবে তাহাকে নিম্নোক্তরূপে অবশিষ্ট নামাজ আদায় করিতে হইবে যথা;—যখন তাহার নামাজ নষ্ট হইবে তখন কাহারও সহিত কথা বার্ত্তা না বলিয়া নীরবে যাইয়া ওজু করিয়া পুনরায় এমামের সহিত মিলিত হইবে, এই সময়ের মধ্যে এমাম যতটুকু নামাজ শেষ করিয়া থাকে ততটুকু অগ্রেই পড়িয়া লইবে কিন্তু ইহাতে ছুরা পাঠ করিবে না ইহার পর এমামের সহিত মিশিয়া অবশিষ্ট নামাজ আদায় করিবে। যদি ওজু করিয়া আসিতে আসিতে এমামের নামাজ শেষ হইয়া যায় তবে পরিত্যক্ত নামাজগুলি ছুরা পাঠ না করিয়া আদায় করিয়া লইবে। এইরূপ নামাজীকে "লাহেক" বলে।

এমাম কোন কারণে (ওয়াজেব তরক হইলে) ছোহ ছেজদা দিলে মোক্তাদিও সেই সঙ্গে সঙ্গে ছোহ ছেজদা দিবে। ছোহ ছেজদার নিয়ম যে, নামাজের শেষ বৈঠকে শুধু আত্তাহ্ইয়াতে পড়িয়া কেবল মাত্র ডাহিন দিকে একবার ছালাম ফিরাইবে, তৎপরে তকবির বলিয়া দুইটী ছেজদা যথারূপে আদায় করিয়া বসিবে এবং আত্তাহ্ইয়াতো আদি সমস্ত পড়িয়া ছালাম ফিরাইবে।

যদি দৈবাৎ কোন অপরিহার্য্য কারণে কোন ওয়াক্তের নামাজ পড়া না হইয়া থাকে, তবে তাহা পরবর্ত্তী ওয়াক্তের পূর্ব্বেই পড়িতে হয়; কিন্তু যদি কাজা নামাজের কথা স্মরণ না থাকে অথবা কাজা নামাজ পড়িতে গেলে সেই ওয়াক্ত নষ্ট হইয়া যায়, তবে ওক্তিয়া নামাজ আদায় করিয়া পরে উক্ত কাজা নামাজ পড়িয়া লইবে।

কছরের নিয়ম।

কছর নামাজ পাঠ করা ওয়াজেব এবং তাহা নিম্নোক্ত নিয়মে নিয়মে পড়িতে হয়, যথা ;—

তিন দিনের পথ (২৭ ক্রোশ অর্থাৎ ৫৪ মাইল) বা তদপেক্ষা বেশী দূর পথে যাইবার নিয়ত করিয়া বাটী হইতে রওনা হইবার পর পথিমধ্যে কেবলমাত্র প্রত্যেক জোহর, আছর ও এশার চারি রাক্‌য়াত ফরজ নামাজ স্থলে মাত্র প্রথম দুই রাকয়াত পড়িবে। কিন্তু দুই কিংবা তিন রাক্‌য়াত ফরজ নামাজ অথবা চারি রাক্‌য়াত ছুন্নত প্রভৃতি নামাজে কছর পড়িবে না, উহা পুরাপুরি পড়িবে। তিন দিনের পথের অধিক দূরবর্ত্তী স্থানে যাইয়া যদি ১৫ দিন বা তদধিককাল তথায় থাকিবার মনন করা হয়, তবে আর কছর পড়িতে হইবে না। ঐরূপ দূরবর্ত্তী স্থানের যাতায়াত পথে (যে পর্য্যন্ত নিজ গ্রামের সীমা মধ্যে উপস্থিত না হয়) অবশ্য কছর পড়িতে হইবে। যদি কোন কছর পাঠকারী মোক্তাদী কোন "মকীম" (এমন স্থায়ী লোক যাহাকে কছর পড়িতে হয় না) এমামের পিছনে নামাজ পড়ে, তবে তাহাকে কছর পড়িতে হইবে না, পক্ষান্তরে যদি এমাম কছর পাঠকারী এবং মোক্তাদী "মকীম" হয় তবে দুই রাকয়াত পরে যে সময় এমাম ছালাম ফিরাইবে সেই সময় উঠিয়া অবশিষ্ট দুই রাকয়াত পড়িয়া লইবে কিন্তু ইহাতে ছুরা ফাতেহা পড়িবে না বরং তাহা পাঠ করিবার মত সময় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে পরে রুকু ছেজদা আদি রীতিমত আদায় করিয়া নামাজ শেষ করিবে।

ঈদের নামাজ।

রমজানের পরে শাওয়াল চাঁদের প্রথম তারিখে ঈদল ফেতর ও জিলহজ্জ চাঁদের দশই তারিখে ঈদল আজহার নামাজ সূর্য্যোদয়ের পর হইতে দ্বিপ্রহরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে পড়িতে হয়। উভয় ঈদের নামাজ পড়া পুরুষের জন্য ওয়াজেব। ইহা ময়দানে যাইয়া যথা সম্ভব বড় জাময়াতের সহিত পাঠ করা সুন্নতে মোয়াক্কাদা।

এই নমাজের জন্য আজান ও একমত দিতে হইবে না।

নিয়ত ;—

"নওয়য়তোআন্ ওছল্লিয়া লিল্লাহেতায়ালা রাক্য়াতায় ছালাতে ঈদেল ফেত্রে মায়া ছেত্তাতে তাক্বিরাত ওয়াজেবুল্লাহে তায়াল্লা মোতাওয়াজ্জেহান্ এলা জেহ্তিল কা'বাতিশ্ শরীফাতে আল্লাহো আক্বর।"

বাংলা ;—ঈদলফেতরের দুই রাকয়াত ওয়াজেব নামাজ ছয় তকবিরের সহিত আল্লাহতায়ালার জন্য কা'বা শরিফ অভিমুখীয় হইয়া পড়িবার নিয়ত করিলাম।

'ঈদল আজহা' নামাজের নিয়তটীও ঠিক ঐরূপ কেবল মাত্র ঈদল ফেতেরের স্থলে "ঈদল আজহা" বলিবে।

দুই ঈদের নামাজ পড়িবার নিয়ম, যথা ;—প্রথমে নিয়ত করিয়া তকবির বলিয়া দুই হস্ত নাভী নিম্নে বাধিবে এবং ছানা পড়িবে, পুনরায় তকবির বলিয়া দুই হাত কর্ণ স্পর্শ করা পর্য্যন্ত উঠাইবে এবং নাভীনিম্নে হাত আবদ্ধ না করিয়া দুই পার্শ্বে ঝুলাইয়া রাখিবে, এইরূপে তিনবার তিন তকবির বলার পর নাভী নিম্নে হাত আবদ্ধ করিয়া চুপে চুপে আউজো ও বিছ্মিল্লাহ এবং শব্দ

করিয়া ছুরা ফাতেহা সহ অন্য ছুরা পড়িয়া রীতিমত রুকু ছেজদা করিয়া উঠিবে এবং পুনরায় ছুরা ফাতেহা সহ অন্য ছুরা পড়িয়া তকবির বলিয়া দুই হস্ত পূর্ব্বের ন্যায় উত্তোলন করিবে এইরূপে তিন তকবিরের পর যথাযথ ভাবে রুকু ছেজদা আত্তাহ্ইয়াতো পাঠ প্রভৃতি আদায় করিয়া নামাজ শেষ করিবে তৎপরে এমাম দণ্ডায়-মান ও পূর্ব্বাভিমুখীন হইয়া খোৎবা পাঠ করিবে।

জেলহজ্জ চাঁদের ৯ই তারিখের ফজর হইতে ১৩ই তারিখ আছর পর্য্যন্ত প্রত্যেক ফরজ নামাজ বাদে তিনবার নিম্নোক্ত তকবির পাঠ করিতে হয়; যথা;—

"আল্লাহো আকবর আল্লাহো আকবর লাএলাহা ইল্লাল্লাহো আল্লাহো আকবর আল্লাহো আকবর অলিল্লাহিল্ হামদ্।"

উক্ত সময়কে "আইয়্যানে তশ্রিক" বলে।

জানাজার বিবরণ।

মৃত মুসলমানকে গোছল ও দফন কাফন করাইতে হয়। যদি কেহ শেরক কুফরী করিয়া বিনা তওবায় মরিয়া যায় তবে তাহাকে গোছল দিতে এবং তাহার জানাজা নামাজ পড়িতে নিষেধ আছে। লাশকে গোছল করাইবার সময় ওজু করাইবে কিন্তু নাকে পানি ও কুল্লি করাইবার পরিবর্ত্তে একখানা ভিজা কাপড় দ্বারা মুছিয়া দিবে। পুরুষের জন্য তিনখানা ও স্ত্রীলোকের জন্য পাঁচখানা কাপড় নির্দ্দিষ্ট আছে।

প্রথমে লেফাফা বিছাইয়া তদুপরি এজার বিছাইবে। উভয়টি মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত হইবে তদুপরি পিরহান (ঘাড় হইতে পা পর্য্যন্ত) বিছাইবে এবং লাশকে তদুপরি শায়িত করিয়া

পিরহান পরাইবে। তৎপর এজার ও লেফাফা প্রথমে বাম দিক তৎপরে ডাহিন দিক হইতে মুড়িয়া দিবে। স্ত্রীলোকের জন্য প্রথমে সিনীবন্দ (ইহা বগল হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত) বিছাইবে তদুপরি লেফাফা, ইজার ও পিরহাণ বিছাইয়া লাশকে শোয়াইয়া পিরহাণ পরাইবে তৎপরে মস্তকের কেশরাশিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া বক্ষোপরি রাখিয়া অর্দ্ধ হস্ত চওড়া এবং দুই হস্ত লম্বা একটি মোয়েবন্দ দ্বারা চুল ও মাথাটি ঢাকিয়া দিবে পরে এজার ও লেফাফা মুড়িয়া সর্ব্বোপরি ছিনাবন্দ মুড়িবে। যদি কাফন খুলিয়া যাওয়ার সম্ভব হয় তবে গিরা দিবে। স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে মৃতের দুই হস্ত দুই পার্শ্বে লম্বমান রাখিবে, যদি উক্ত অবস্থায় রাখা সম্ভবপর না হয়, তবে যেমন আছে তেমন রাখিবে।

জানাজা নামাজ পাঠ করা "ফরজে কেফায়া"। ইহা প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে ফরজ নহে বরং একজন পাঠ করিলে স্থানীয় বা গ্রামস্থ সকলের পক্ষ হইতে আদায় হইয়া যায়।

জানাজা নামাজ পড়িবার নিয়ম যথা;—লাশকে কাফন দিয়া (আমাদের দেশে) উত্তরদিকে মস্তক ও দক্ষিণদিকে পা রাখিয়া শোওয়াইবে তৎপরে তাহাকে সম্মুখে রাখিয়া বক্ষের নিকটে এমাম কেবলা মুখীন হইয়া এবং তদ্‌পশ্চাতে অন্য মুছল্লিগণ দাঁড়াইবে; তৎপরে নিয়ত করিয়া তকবির বলিয়া দুই হস্ত যথারীতে নাভী নিম্নে বাঁধিবে।

নিয়ত যথা;—

"নাওয়ায়তোআন ওয়াদ্দিয়া আরবায়া তক্‌বিরাতে ছলাতিল জানাজাতে ফরজিল কেফায়াতে আছ্‌ছানায়ো লিল্লাহে তায়ালা অচ্ছালাতো আলান্নাবিয়ে অদ্দোয়ায়ো, লে-হাজাল মাইয়েতে মোতাওয়াজ্জেহান এলা জেহতিল কাবাতিশ্‌ শরীফাতে আল্লাহো আকবর।"

অর্থ,—আমি ফরজ কেফায়া জানাজা নামাজের চারি তকবির

আদায় করিতে নিয়ত করিলাম, সমস্ত তা'রিফ আল্লাতায়ালার জন্য ও দরুদ হজরত রছুলুল্লার এবং এই মাইয়েতের জন্য দোয়া; আমি কা'বা শরিফ মুখীন হইলাম আল্লাহো আকবর।

যদি মৃত স্ত্রীলোক হয়; তবে "লে-হাজল্ মাইয়েত" স্থলে "লে-হাজিহিল্ মাইয়েত" বলিবে।

তৎপরে ছানা পড়িবে যথা;—

"ছোব্হানাকা আল্লাহুম্মা অ-বেহামদেকা অ-তাবারাকাছ্মোকা অ-তায়ালা জাদ্দোকা অ-জাল্লা ছানায়োকা অ- লাএলাহা গায়রোকা।

ইহা পড়িবার পর এমাম অল্প শব্দের সহিত এবং অন্য সকলে চুপে চুপে তক্বির বলিবে, এই সময় হাত উঠাইবে না, ইহার পর

"আল্লাহুম্মা ছল্লে আলা মোহাম্মদাও অ-আলা আলে মোহাম্মদীন কামা ছল্লায়তা অ ছাল্লামতা অ-বারাক্তা অ-রাহেম্তা অ-তারাহ্হামতা আলা এবরাহিমা অ-আলা আলে এবরাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মজিদ।"

ইহা পড়িবার পরেও পূর্ব্বের ন্যায় "তক্বির" বলিবে কিন্তু হাত উঠাইবে না। তৎপরে বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ বা স্ত্রীলোকের জন্য নিম্নোক্ত দোয়া পড়িবে।

আল্লাহুম্মাগ্ফের লে-হাইয়েনা অ-মাইয়েতেনা অ-শাহেদেনা অ-গায়েবেনা অ-ছগিরেনা অ-কবিরেনা অ-জাকারেনা অ-উন্ছানা আল্লাহুম্মা মান্ আহ্ইয়ায়তাহু মিন্না ফাআহ্য়েহি আলাল্ এসলাম অ-মান তা অফ্ফায়তাহু মিন্না ফাতা অফ্ফাহু আলাল ঈমান বেরহমাতেকা ইয়া আর হামার রাহেমীন।"

অর্থ;—হে আল্লাহতায়ালা, আমাদের জীবিত ও মৃত, ছোট ও বড় উপস্থিত ও অনুপস্থিত এবং স্ত্রী ও পুরুষ প্রত্যেককে গোনা মাফ কর। হে আল্লাহ্, আমাদের মধ্যে যাহাদিগকে জীবিত রাখ এবং যাহা

দিগকে মৃতে পরিণত কর তাহাদিগকে তোমার অনুগ্রহে এসলামের সহিত জেন্দা এবং ঈমানের সহিত মৃতে পরিণত কর।

ইহা পাঠের পর পূর্ব্বের ন্যায় তক্‌বির বলিবে তৎপরে ছালাম ফিরাইয়া জানাজা নামাজ শেষ করিবে। যদি মাইয়েত নাবালেগ হয় তবে, শেষোক্ত দোআ স্থলে নিম্নোক্ত দোয়াটী পাঠ করিবে যথা,—

আল্লাহুম্মাজ্‌য়াল্‌হো লানা ফারতাঁও অজ্‌য়ালহো লানা আজ্‌রাঁও অ-জোখ্‌রাঁও অজ্‌য়াল্‌হো লানা শাফেয়াঁও অ মোশাফ্‌ফায়া।"

অর্থ,—হে আল্লাহতায়ালা, উহাকে আমাদের জন্য অগ্রগামী পুরস্কার ও গচ্ছিত সম্পত্তি এবং শাফায়াতকারীরূপে পরিণত কর। যদি মৃতা বালিকা হয় তবে প্রত্যেক "অজয়াল্‌হো" স্থলে "অজ্‌আল্‌হা এবং 'মোশাফ্‌ফায়া স্থলে 'মোশাফাফায়াহ' বলিবে।

জানাজা নামাজের দোআগুলি এমাম মোক্তাদি সকলেই চুপে চুপে পড়িবে। জানাজা নামাজে রুকু ছেজদা নাই। যদি বিশেষ কারণ বশতঃ জানাজা নামাজ পাঠ করিবার পূর্ব্বে মৃতকে কবরে দফন করা হয় তবে, তিন দিবসের মধ্যে কবরের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া জানাজা নামাজ পাঠ করিবে। মাইয়েতকে কবরে নামাইবার সময়—

"বিসমিল্লাহে অ-বিল্লাহে অ-ফিছাবিলিল্লাহে অ-আলামিল্লাতে রাছুলিল্লাহ" পড়িতে হয়।

———

রোজা ও ফেতরার বিবরণ।

প্রত্যেক বালেগ মুসলমানের পক্ষে রমজান মাসে রোজা রাখা ফরজ। ইহা ২৯টীর কম এবং ৩০টির অধিক নহে। যদি মোসাফের কিম্বা পীড়িত অথবা স্ত্রীলোকের হায়েজ, নেফাছ হওয়ার জন্য

রোজা ভঙ্গ হইয়া থাকে, তবে তাহা অন্য মাসে কাজা আদায় করা ফরজ। ছোবেহ ছাদেক হইতে সূর্য্যাস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত পান, ভোজন, সঙ্গম প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া রোজা আদায় করিতে হয়। কেহ স্বেচ্ছায় কিছু পান ভোজন অথবা সঙ্গম এমন কি লিঙ্গাগ্রভাগ অর্থাৎ হাশ্‌ফা গুহ্যে প্রবেশ করাইলে (ইহাতে বীর্য্যপাত হউক আর নাই হউক) রোজা নষ্ট হইয়া যায় এবং তজ্জন্য কাফ্‌ফারা দিতে হইবে অর্থাৎ ৬০টী অবিচ্ছিন্নভাবে রোজা রাখিতে কিম্বা ৬০ জন গরীবকে ভোজন করাইবে। রোজা রাখিয়া ভুল বশতঃ কিছু পানাহার করিলে, স্বপ্নদোষ হইলে, তৈল, সুরমা ও খোশবু লাগাইলে, নাপাক অবস্থায় রাত্র পোহাইলে কর্ণে পানি এবং ধূম, ধূলা গলদেশে প্রবেশ করিলে, অত্যধিক উত্তাপহেতু ভিজা কাপড় গায়ে রাখা কিংবা শরীরে পানি ঢালিয়া দেওয়া ইত্যাদি কারণে রোজা নষ্ট হয় না। স্বেচ্ছায় মুখ ভরিয়া বমি করিলে, রাত্রি ধারণায় ভুলক্রমে ছোবেহ-ছাদেক হইয়া যাওয়ার পর কিছু পানাহার করিলে কিংবা সূর্য্যাস্ত হইয়াছে ধারণায় ভুলক্রমে দিবাভাগে এফ্‌তার করিলে প্রভৃতি কারণে রোজা নষ্ট হয়। কিন্তু কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না বরং একটীর জন্য একটি রোজা কাজা আদায় করিতে হয়। ক্ষুধা পিপাসায় মরণাপন্ন কিংবা কঠিন রোগগ্রস্থ হইলে রোজা ভঙ্গ করিতে পারা যায় এবং ইহার কাজা আদায় করিতে হয়। যদি ৩০শে রমজান দিবাভাগে কেহ শওয়ালের চন্দ্র দেখিতে পায়, তবে সেই সময়েই এফ্‌তার করিবে না বরং সূর্য্যাস্ত হইলে প্রথা মত এফ্‌তার করিবে। সূর্য্যাস্তের পর হইতে ছোবেহ-ছাদেকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পান, ভোজন, স্ত্রীসঙ্গম প্রভৃতি অবাধে করিতে পারা যায়। অধিকন্তু শেষ রাত্রিতে 'ছেহরি' খাওয়া সুন্নত। রোজা রাখিয়া অনিবার্য্য কারণ ব্যতীত কোন বস্তুর আস্বাদ লইলে অথবা চর্ব্বন করিলে, সঙ্গমের আশঙ্কা

সত্বেও স্ত্রীলোককে চুম্বন করিলে, ওজু, ও গোসল ভিন্ন অনর্থক কুল্লি করিলে প্রভৃতি কারণে রোজা মকরুহ হয়। মিথ্যা বলিলে এবং গিবত প্রভৃতি করিলেও রোজার হানি হয়। বৎসরে পাঁচ দিন রোজা রাখা হারাম অর্থাৎ ঈদল ফেতরের একদিন ও ঈদল আজহার সময় চারিদিন (১০, ১১, ১২ ও ১৩ই তারিখে।

রোজার মাস অত্যন্ত বরকতের মাস, এই মাসে অধিক পরিমাণ এবাদত, দান খয়রাত ও কোরাণ শরিফ তেলাওত প্রভৃতি বিশেষ ছওয়াবের কার্য্য।

রোজা রাখিবার জন্য নিয়ত করা ফরজ। রমজানের রোজা, নির্দ্ধারিত মান্নতের রোজা ও নফল রোজার নিয়ত রাত্র হইতে পর দিন দ্বিপ্রহরের মধ্যে করিলে হইবে কিন্তু কাজা, কাফ্ফারা এবং অনির্দ্ধারিত মান্নতের রোজার নিয়ত রাত্রেই করিতে হয়।

ফরজ রোজার নিয়ত যথা ;—

"নঅয়তোয়ান্ আছুমা গাদাম্ মিন্ শাহরে রামজানাল্ মোবারাকে ফারজাল্লাকা ইয়া আল্লাহো ফাতাকাব্বাল্ মিন্নি ইন্নাকা আন্তাছ ছামীয়োল-আলীম।"

অর্থ ;—আমি কল্যকার জন্য রমজান মাসের ফরজ রোজার নিয়ত করিলাম, হে আল্লাহ, তুমি কবুল কর, নিশ্চয় তুমি শ্রোতা ও জ্ঞাতা।

রোজা-এফ্তারের নিয়ত ;—

"আল্লাহুম্মা ছুমতোলাকা অ-তাঅক্কাল্তো আলা রেজ্কেকা অ-আফ্তারতো বেরাহমাতেকা ইয়া আরহামার রাহেমীন"

অর্থ ;—হে আল্লাহতায়ালা, তোমারই জন্য রোজা রাখিয়াছিলাম, তোমারই প্রদত্ত খাদ্য দ্রব্যের উপর নির্ভর করিয়াছি এবং তোমারই রহমতে এফ্তার করিতেছি।

রোজার পর ঈদল ফেতের নামাজের পূর্ব্বে অন্যথায় নামাজের পর দীন দুঃখীকে ফেতরা দেওয়া আহলে-নেছাবের পক্ষে ওয়াজেব।

যে মুসলমানের প্রয়োজনীয় খরচ বাদে সেই দিবস অন্ততঃ পক্ষে ২০০ শত দেরেম রৌপ্য বা তত্তুল্য কিংবা ততোধিক দ্রব্যাদি মৌজুদ থাকে, তাহাকে 'আহলে-নেছাব' বলা হয়।

এক ছা' (তিন সের দুই ছটাক) খোরমা কিংবা যব, অথবা অৰ্দ্ধ ছা' (এক সের নয় ছটাক) গম কি তাহার ছাতু, আটা, কিংবা শুষ্ক আঙ্গুর প্রত্যেকের পক্ষ হইতে ফেতরা দিতে হইবে। উক্ত দ্রব্য অথবা উক্ত দ্রব্যের মূল্যানুযায়ী টাকা পয়সা কিংবা অন্য হালাল জিনিষ দিলেও হইবে ; কিন্তু উক্ত পরিমাণ (অৰ্দ্ধ কি এক ছা') চাউল, ধান্য, কলাই, প্রভৃতি দিলে ফেতরা আদায় হইবে না।

কোরবানীর নিয়ম :

জেলহজ্জ চাঁদের দশই তারিখে ঈদল-আজহা নামাজ পড়িবার পর হইতে ১২ই তারিখের শেষ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে কোরবানী করা ওয়াজেব। যেরূপ ধনী হইলে ফেতরা দিতে হয়, তদ্রূপ ধনীর পক্ষে কোরবানী করা ওয়াজেব। গরু; মহিষ, উষ্ট্র এক একটী একজন হইতে সাতজন কোরবানী করিতে পারে, ছাগল, দোম্বা, মেষ এক একটী একজনের অধিক হইলে হইবে না। উষ্ট্র পাঁচ বৎসর- গরু মহিষ দুই বৎসর এবং ছাগ, মেষ এক বৎসর এবং দুম্বা ছয় মাস বয়সের কম হইলে তদ্দ্বারা কোরবানী জায়েজ হইবে না।

জীবিত কিংবা মৃতের জন্য এক পশুতে কোরবানী করা জায়েজ।

কোরবানীর পশু অপেক্ষাকৃত মোটা তাজা হওয়া প্রয়োজন। কোরবানীর পশুর কোন অঙ্গ তিন অংশের একাংশ নষ্ট হইয়া গেলে কিংবা এমন ক্ষীণকায় পশু যাহার অস্থি মজ্জা শুকাইয়া গিয়াছে অথবা এমন খোঁড়া যে কোরবানীর স্থান পর্য্যন্ত হাটিয়া যাইতে পারে না কিংবা

হিজড়া (নপুংসক) পশুর দ্বারা কোরবানী জায়েজ নহে। খাসী, এঁড়ে, গাভী এই তিন প্রকারের পশুই কোরবানী করা যায়। কোরবানীর গোশ্‌ত নিজেরা খাইবে এবং আত্মীয় স্বজন ও গরীবদিগকে দান করিবে। কোরবানীকৃত পশুর চামড়া বা তাহার মূল্য খয়রাত করিয়া দিবে। যে কয়জন অংশী হইবে, সকলেই সমান দাম দিবে এবং সমান অংশ লইবে।

কোরবানার নিয়ত'—

"বিছ্‌মিল্লাহে আল্লাহো আক্‌বর আল্লাহুমা মিন্‌কা অ-এলায়কা ইন্না ছলাতি অ-নোছোকি অ-মাহ্‌ ইয়ায়্যা অ মামাতি লিল্লোহে রাব্বেল আলামীন্ লাশরীকালাহু অ-বেজালেকা ওমেরতো অ-আনা মিনাল্‌ মোছলমীন্ আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন ফলানেব্‌নে ফলাঁন।"

ফলানেব্‌নে ফলাঁন স্থলে যে কোরবাণী দেয়, তাহার এবং তাহার পিতার নাম উল্লেখ করা ভাল।

আকীকার নিয়ম।

সন্তান (পুত্র কন্যা) প্রসব হইলে তাহার ডাহিন কর্ণে আজান ও বাম কর্ণে একামত দিতে হয়। এই আজানের জন্য কেবলামুখীন হওয়া এবং উচ্চৈঃস্বরের প্রয়োজন নাই ইহা দাঁড়াইয়া বসিয়া কিংবা যে অবস্থায় সুবিধা হয়, সেই অবস্থায় দিবে যাহাতে সন্তানের কর্ণে আজানের শব্দ পৌঁছিতে পারে। পুত্র কিংবা কন্যার ৭, ১৪ অথবা ২১ দিন বয়স হইলে ক্ষমতাবান ব্যক্তির পক্ষে তাহার আকিকা করিতে হয়; ইহা করা ফতওয়া গ্রাহ্য মতে মোস্তাহাব।

ছাগল এবং মেষ আকীকার জন্য যিশেষ ভাবে বর্ণিত, গরু

দ্বারাও আকীকা হইতে পারে। আকীকার গোশত খয়রাত কিংবা নিজেরা আহার করিতে পারে, উহার চর্ম্ম অথবা তাহার মুল্য খয়রাত করিতে হয়। আকীকার দিন সন্তানের মাথার কেশরাশি কামাইয়া ফেলা এবং তাহার ওজনে স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য দান করা ভাল। আকীকার দিন সন্তানের ভাল নাম রাখিতে হয়।

আকীকার নিয়ত ;—

"আল্লাহুম্মা হাজেহি আকীকাতুন লে ফলানেব্‌ নফলান দামোহা বেদামেহি অ-লাহ্‌মোহা বেলাহ্‌মেহি অ-আজ্‌মোহা বেআজ্‌মেহি অ-জেল্‌দোহা বেজেল্‌দহি অ-শা'রোহা বে-শা'রেহি আল্লাহুম্মাজ্‌য়াল্‌হা ফেদায়াম্মিনান্নার বিছ্‌মিল্লাহে আল্লাহো আকবর।"

ফলানেব্‌নে ফলাঁন স্থলে যাহার আকীকা তাহার ও তাহার পিতার নাম বলিতে হয়।

নিকাহ পড়াইবার নিয়ম।

নিকাহ পড়াইবার নিয়ম ;—নয় বৎসরের কমে মেয়ে এবং বার বৎসরের কমে ছেলে বালেগ হয় না। স্বপ্নদোষ, বীর্য্যস্খলন ও হায়েজ হওয়া বালেগ হওয়ার লক্ষণ। পনর বৎসরের উর্দ্ধ বয়স হইলে এই সমস্ত লক্ষণ না পাওয়া গেলেও তাহাকে বালেগ বলিতে হইবে। নাবলেগগণের নিকাহ তাহাদের ওলির এজেনে হইয়া থাকে; তাহাদের নিজের এজেন গ্রাহ্য নহে। কিন্তু বালেগের তাহার নিজের এজেন আবশ্যক, অন্যথায় নিকাহ সিদ্ধ হইবে না। বালেগার জন্য ওকিল আবশ্যক। যিনি ওকিল হইবেন তিনি দুইজন সাক্ষীর সহিত কন্যার নিকটে উপস্থিত হইয়া এইরূপে এজেন গ্রহণ করিবেন,—অমুকের পুত্র অমুকের সহিত মোবাল্লগ

এত টাকা মোহর ধার্য্যে তোমার নিকাহ দিবার ওকিল আমাকে নিযুক্ত করিতেছ কিনা ?" পাত্রীর সম্মতি প্রাপ্ত হইলে পাত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিবে, আমার মোয়াক্কেলা অমুকের কন্যা অমুককে মোবাল্লগ এত টাকা মোহর ধার্য্যে তোমার সহিত নিকাহ দিতেছি ! পাত্র কবুল করিবে। এইরূপ ইজাব কবুল তিনবার বলা মোস্তাহাব।

প্রকাশ থাকে যে, পাত্রীর এজেন গ্রহণের পর ওকীল পাত্রের নিকট উপস্থিত হইলে, পাত্রের কবুলের পূর্ব্বে নিকার খোত্‌বা পড়িতে হয়।

স্ত্রীলোক বিধবা হইলে তাহার এদ্দত অন্তে নিকাহ দেওয়া খোদা রছুলের হুকুম। এই নিকাহ (বিধবা বিবাহ) কে ঘৃণা এবং অন্যায় জ্ঞান করিলে কাফের হইতে হইবে। স্বামী তালাক দিলে স্ত্রীলোককে তিন হায়েজ গত না হওয়া পর্য্যন্ত এবং স্বামীর মৃত্যু হইলে চারিমাস দশদিন যাবত এদ্দত পালন করিতে হইবে এদ্দতের মধ্যে নেকাহ দেওয়া হারাম এমন কি এদ্দতের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে সেই স্ত্রীলোককে নেকার কথা বলাও নিষেধ।

জাকাতের বিবরণ।

আহলে নেছাব, বালেগ, বুদ্ধিমান মোসলমানের প্রতি জাকাত দান করা ফরজ। জাকাত দিবার উপযোগী হইয়া যে মোসলমান জাকাত আদায় না করে, কোরাণ হাদিছে তাহার কঠিন আজাবের সংবাদ বর্ণিত আছে। আবশ্যকীয় ব্যয় ও ঋণ থাকিলে তাহা পরিশোধান্তে যদি বৎসরের প্রথম ও শেষে ২০০ শত দেরেম রৌপ্য বা ততোধিক পরিমাণে উক্ত দ্রব্য কিংবা তদনুযায়ী অর্থ থাকে তবে তাহার প্রতি চল্লিশ টাকায় এক টাকা অর্থাৎ শতকরা আড়াই

টাকা হিসাবে জাকাত দিতে হইবে। স্বর্ণ কুড়ি মেছকাল বা ততোধিক থাকিলে উপরোক্ত নিয়মে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ জাকাত দিতে হইবে। দুই শত দেরেম রৌপ্যে ৪৮॥০ তোলা এবং কুড়ি "মেছ্ কাল" স্বর্গে ৬ তোলা ২১ মাষার কিঞ্চিত অধিক হয়। আহারীয় দ্রব্যাদি, পরিধেয় বস্ত্রাদি, আরোহণের চতুষ্পদ জন্তু, বসতের ঘর, গৃহ-সামগ্রী, পড়িবার পুস্তক, ব্যবহারের অস্ত্র প্রভৃতির জাকাত দিতে হইবে না। ধান্য, চাউল, মুগ, মটর কলাই ইত্যাদি খাদ্য শস্যের জাকাত দিতে হইবে না, কিন্তু যদি ঐ সমস্ত দ্বারা ব্যবসা করা হয় এবং তাহা নেছাব পুরণ যোগ্যে অর্থের হয় তবে তাহার জাকাত দিতে হইবে। চাষের জমির জাকাত দিতে হইবে না।

গহনার জাকাত দিতে হইবে, রূপার গহনা প্রতি ভরি এক টাকা মূল্য এবং স্বর্ণের গহনার প্রচলিত মূল্য ধরিয়া জাকাত আদায় করিতে হইবে। যদি কেবল মাত্র রূপার অথবা কেবলমাত্র স্বর্ণের গহনায় নেছাব পূরণ না হয়, তবে উভয়ের মূল্য একত্র করিয়া যদি নেছাব পূরণ হয় তবে জাকাত দিতে হইবে, নতুবা নহে। গরু ছাগলের জাকাতের শর্ত্ত পূরণ হইবার ব্যবস্থা আমাদের পরিলক্ষিত হয় না বিষয়ে উহা লিখিতে হইল না।

জাকাতের মাল উত্তমরূপে হিসাব করিয়া জাকাত আদায়ের নিয়তে মোসলমান গরীব মিছকিন, ঋণী, তালেবে এলম প্রভৃতিকে দিতে হইবে।

হজ্জের বিবরণ।

জেলহজ্জ চাঁন্দের ৯ই তারিখের দ্বিপ্রহর পর হইতে দশই রাত্রের ফজর পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে কোন এক মুহূর্ত্ত, এহরাম বাঁধা অবস্থায় আরফাতের ময়দানে দণ্ডায়মান হওয়া এবং তৎপরে 'কাবা' শরীফের 'তওয়াফ' করাকে হজ্জ বলা হয়।

যে মুসলমানের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি স্ত্রী পরিজনের খরচ পত্র বাদে মক্কা শরীফে যাতায়তের সংস্থান আছে, তাহার পক্ষে জীবনে একবার হজ্জ করা ফরজ। একবার ফরজ হজ্জ করার পরে আর যতবার হজ্জ করা হইবে, তাহা নফল মধ্যে পরিগণিত হইবে। যাহার এরূপ অর্থ আছে যে, হজ্জে যাতায়াত ও সেই সময়ে স্ত্রী পরিজনের এবং হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর প্রয়োজনীয় খরচ পত্রের সংস্থান হইতে পারে, তবে তাহার পক্ষে হজ্জ করা ফরজ হইবে। যাহার এরূপ জমি আছে যে, তাহার কতকাংশ বিক্রয় করিলে হজ্জে যাতায়াত ব্যয় বহন ও অবশিষ্টাংশ দ্বারা স্ত্রী পরিজনের খরচ পত্র সঙ্কুলান হইতে পারে, তবে তাহার উপর হজ্জ করা ফরজ হইবে। এইরূপ যাহার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি বাদে অন্য দ্রব্যাদি বিক্রয় করিলে হজ্জে যাতায়াত ও স্ত্রী পরিজনের খরচ পত্রের উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে, তবে তাহারও উপর হজ্জ ফরজ হইবে। যাহার এরূপ ভূসম্পত্তি ও অর্থ আছে যে, ঋণ থাকিলে তাহা এবং স্ত্রীর দেন মোহর পরিশোধ করার পর হজ্জে যাতায়াত ও স্ত্রী পরিজনের ব্যয় সঙ্কুলান না হয়, তবে তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইবে না। যদি কোন মুসলমান হজ্জে যাইবার উপযোগী হওয়ার পরে হজ্জ না করিয়া থাকে এবং তৎপরে সে ব্যক্তি গরীব হইয়া যায়, তবুও তাহার উপর হজ্জ ফরজ থাকিবে, এক্ষেত্রে তাহাকে অন্য লোকের নিকট হইতে সাহায্য লইয়া হজ্জ আদায় করিতে হইবে।

মোসলমান বালেগ জ্ঞানীর পক্ষে হজ্জ ফরজ, যদি কোন নাবালেগ হজ্জ করিয়া থাকে, তবে তাহার ফরজ আদায় হইবে না, উহা নফল মধ্যে পরিগণিত হইবে। যদি কোন মুসলমান হজ্জ করার পরে 'মোরতাদ্দ' (কাফের) হইয়া যায়, তবে তাহার হজ্জ নষ্ট হইয়া যাইবে, পুনরায় ঐ লোকটী তওবা করিয়া মোসলমান হইবার পর যদি হজ্জে যাইবার উপযুক্ত হয়, তবে তাহার পক্ষে আবার হজ্জ করা ফরজ হইবে।

শরীর সুস্থ, পথের শান্তি থাকা, হজ্জের সময়ের মধ্যে হজ্জ স্থানে উপস্থিত হইবার সময় থাকা, হজ্জের ছফরে সমস্ত ফরজ গুলি আদায় করিতে সক্ষম হওয়া এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে এদ্দত না থাকা, তিনদিনের অধিক কাল প্রবাসে থাকিতে হইলে স্ত্রীলোকের সহিত 'মোহরাম' পুরুষ থাকা হজ্জের শর্ত্ত সমূহে পরিগণিত, সুতরাং হজ্জ আদায় করিবার জন্য এগুলিও একান্ত প্রয়োজনীয়।

পরিশিষ্ট।

ছুরা ফাতেহা।

"আল্‌হামদো লিল্লা হ রব্বিল্ আলামীন্ আর্‌রাহ্‌মানের্‌রাহিমে মালেকে ইয়াওমিদ্দীন ইয়্যাকানা'বোদো অ-ইয়্যাকা নাছ্‌তায়ীন্ এহ্‌দেনাছ্ ছেরাতল্ মোছতাকীমা ছেরাতল্লাজীনা আন্ আমতা আলায়হিম্ গায়রিল্ মাগজুবে আলায়হিম্ অলাদ্দাল্লীন।"

অর্থ ;—সমস্ত প্রশংসা আল্লাহতা'লার জন্য, যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক সর্ব্বপ্রদাতা দয়ালু এবং বিচার দিবসের অধিপতি (হে আল্লাহতায়ালা) আমরা কেবলমাত্র তোমারই এবাদত এবং তোমাই নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইতেছি, তুমি আমাদিগকে সরল পথটি প্রদর্শন কর, যে পথের অধিষ্ঠিতগণের উপর তুমি অনুগ্রহ করিয়াছ এবং যাহাদেয় উপর গজব নাজেল কর নাই অথবা যাহারা গোমরাই নহে।

ছুরা কাফেরূন।

"কোল্ ইয়া আইওহাল্ কাফেরূনা লা-আ'বোদো মা-তা'বোদুনা অলা আন্‌তুম্ আবেদুনা মা-আ'বোদ্ অলা-আনা আবেদুম্‌মা আবাদ্‌তুন অলা-আন্‌তুম্ আ'বেদুনা মা-আবাদ্ লাকুম্ দীনোকুম্ অলে য়াদীন্।"

অর্থ ;—তুমি বল, হে কাফেরগণ ; তোমরা যাহার এবাদত কর, আমি তাহার এবাদত করি না এবং আমি যাহার এবাদত করিতেছি তোমরা তাহার এবাদতকারী নহ এবং আমি তাহার এবাদতকারী নহি যাহার এবাদত তোমরা করিয়াছ ; এবং আমি যাহার এবাদত করিতেছি তোমরা তাহার এবাদতকারী নহ ; তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম্ম (প্রতিফল) এবং আমার জন্য (আমার) ধর্ম্ম (প্রতিফল)।

ছুরা নছর।

"এজাযায়া নাছ্‌রুল্লাহে অল্‌ ফাত্‌হো অরায়ায়তান্নাছা ইয়াদ্‌ খোলুনা ফিদীনিল্লাহে আফ্‌ওয়াজান্‌ ফাছাব্বেহ্‌ বেহাম্‌দে রব্বেকা অছ্‌ তাগ্‌ফেরহো ইন্নাহুকানা তাউয়াবা।"

অর্থ;—যখন খোদাতায়ালার (পক্ষ হইতে) সাহায্য ও জয় আসিবে এবং তুমি দলে দলে লোকদিগকে আল্লার দীনে প্রবেশ করিতে দেখিবে; অনন্তর তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসার সহিত তছ্‌বিহ পাঠ এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল।

ছুরা লহব্‌।

"তাব্বাত্‌ ইয়াদা আবিলাহাবিঁও অতাব্‌ মা আগ্‌না আন্‌হো মালোহু অমা-কাছাব্‌ ছা ইয়াছ্‌লা নারান্‌জাতা লাহাবিওঁ অম্‌রায়াতুহু হাম্মালাতাল্‌ হাতাব্‌ ফীজীদেহা হাব্‌লুম্‌ মিম্‌ মাছাদ্‌।"

যথা;—আবু লাহাবের হস্তদ্বয় বিনষ্ট হইয়াছে এবং সে বিনষ্ট হইয়াছে; তাহার উপার্জ্জিত ধন সম্পত্তি তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না। শীঘ্রই সে এবং তাহার স্ত্রী ইন্ধন বহনকারী হইয়া শিখাযুক্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে; তাহার (স্ত্রীর) গলদেশে খোর্ম্মা বল্কলের রজ্জু থাকিবে।

ছুরা এখ্‌লাছ।

"কোল্‌হোআল্লাহোআহাদ্‌ আল্লাহোছ্‌ছামাদ্‌ লাম্‌ইয়ালেদ্‌ অলাম্‌ ইউলাদ্‌ অলাম্‌ ইয়াকুল্লাহু কোফোয়ান্‌ আহাদ্‌।"

অর্থ ;—তুমি বল, সেই খোদাতায়ালা এক, খোদাতায়ালার কোন অভাব নাই ; তিনি কাহাকেও জন্মদান করেন নাই এবং কাহারও দ্বারা জাত নহেন ; এবং তাঁহার তুল্য কেহ নাই।

ছুরা ফালাক্‌।

"কোল আউজো বেরব্বিল্‌ ফালাকে মিন্‌ শর্‌রে মা-খালাকা অমিন্‌ শর্‌রে গাছেকিন্‌ এজা অ-কাব্‌ অ-মিন্‌ শর্‌রেন্নাফ্‌ফাছাতে ফিল্‌ ওকাদে অমিন্‌ শর্‌রে হাছেদিন্‌ এজাহাছাদ্‌।"

অর্থ—তুমি বল, আমি প্রাতঃকালের প্রতিপালকের নিকট তাঁহার সৃজিত জিনিষের অপকারিতা হইতে ও রাত্রির অপকারিতা হইতে যে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় ও গিরা সমূহে ফুৎকারকারিণী স্ত্রীলোক সকলের অনিষ্ট হইতে এবং হিংসুক যে সময় হিংসা করে, তাহার অপকারিতা হইতে রক্ষা চাহিতেছি।

ছুরা নাছ।

"কোল্‌ আউজো বেরব্বিন্নাছে মালেকিন্নাছে এলাহিন্নাছে মিন শর্‌রিল্‌ অছওয়াছিল্‌ খান্নাছিল্লাজি ইওঅছ্‌বেছো ফিছোদূরিন্নাছে মিনাল্‌ জিন্নাতে অন্নাছ্‌।"

অর্থ ;—তুমি বল, পশ্চাদনুসরণকারী কুমন্ত্রণাদায়ক দানব ও মানব জাতীর মধ্য হইতে যাহারা লোকদের অন্তর সমূহে কুমন্ত্রণা

প্রদান করে, তাহার অনিষ্ট হইতে আমি মানুষের প্রতিপালক, মানুষের রাজা, মানুষের মা'বুদের (আল্লার) নিকট রক্ষা চাহিতেছি।

মোনাজাত।

"রাব্বানা আতেনা ফিদ্দুনীয়া হাছানাতাঁও অফিল্ আখেরাতে ছানাতাঁও অকেনা আজাবান্নার।"

অর্থ;—হে আমাদের প্রতিপালক; আমাদিগকে দুনইয়া এবং আখেরাতে সর্ব্ব বিষয়ের মঙ্গল প্রদান এবং দোজখের আজাব হইতে রক্ষা কর।

আয়তল্ কুরছি।

"আল্লাহো লা এলাহা ইল্লাহুয়াল্ হাইয়োল্ কাইউম্ লা তা'খোজুহু ছেনাতিঁও অলা নাওম্ লাহু মা ফিছ্ছামাওয়াতে অমা-ফিল্ আরদে মা জাল্লাজি ইয়াশ্ফায়ো এনদাহু ইল্লা বেএজ্নিহ ইয়ালামো মাবায়না আয়দিহিম্ অমা খাল্ফাহুম্ অলা ইয়োহ্য়ীতুনা বেশায়ইম্-মিন্এলমিহি ইল্লা বেমাশা'য়া অছেয়া কুরছীয়োহুছ্ছামাওয়াতে অল্ আরদা অলা ইয়াউদোহু হেফজোহুমা অ হুয়াল্ আলীয়োল্ আজীম।"

এই আয়তটী প্রত্যেক ফরজ নামাজ বাদে একবার পাঠ করা খুব ভাল। জেন প্রভৃতির কুদৃষ্টি কিম্বা কোন লোকের বা[illegible]নজর লাগিলে কিংবা জাদু টোনা করিলে উপরোক্ত আয়ত [illegible]তবার পানিতে পড়িয়া উক্ত পানি খাইতে দিবে। 'আয়তল-কুরছি' পাঠে বহুবিধ বালা মছিবত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

সমাপ্ত।

ভ্রম সংশোধন ।

পৃষ্ঠা ।	ছত্র ।	অশুদ্ধ ।	শুদ্ধ ।
৭	৭	মোরাকাদাও	মোস্নাকাদাও
১৭	১৩	ডাহিত	ডাহিন
"	২২	ফম্নজ	ফরজ
১৯	১৭	মোহাম্মদর	মোহাম্মাদার
২০	[illegible]	হাওল	হাওলা
[illegible]	১৪	অবারাকৃতা	অ[illegible]তা
[illegible]	[illegible]	আলহামদোঁ	আল্‌হাম্‌দো
[illegible]	১৩	তাআলাদা	তা অলাদা
"	১৬	আররাহ [illegible]নের	আরহামার
২৯	২	ফেরেতশা	ফেরেশতে
"	১৭	[illegible]	স্নাত
৩৩	১	রাক্‌য়াব	রাক্‌য়াত
"	২৪	ল্যা য়্যানামো	লা য়্যানামো
৩৭	১০	[illegible]বর্হমতেকা	বেরাহমাতে কা
"	১১	আমহামার	আরহামার
৩৯	১৮	পড়িয়া রুকু	পড়িয়া উঠিবে এবং ছুরা ফাতেহা[illegible] অন্য ছুরা পড়ি[illegible] রুকু করি[illegible]
৪২	৮	[illegible]মত	একামত
৪৩	১২	[illegible]	আইয়্যামে
৫০	[illegible]	লিল্লোহেরাবেল	লিল্লাহে রাব্বিল
৫১	[illegible]	[illegible] ফলান	নে ফলান
৫৩	৪	[illegible]	স্বর্ণে
[illegible]	১৭	[illegible]	আমাদের দেশে
[illegible]	[illegible]	লিল্লাহি	লিল্লাহে
"	[illegible]	আবাদত্তূন	আবাদতুম
"	[illegible]	মা আ[illegible]দ	মা আ'বোদ

৫০ [illegible] কোরবানীর নিয়তে 'বিছমিল্লাহে আল্লাহো আকবর' কথাটি 'তাকাব্বাল মিন ফলানেনর' পূর্বে বসিবে ।